NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ এশিয়ান কাপ থেকে কার্যত বিদায়, এখনও 'শিখতে' চাইছেন সুনীলেরা

বাগানকে ৩ গোলে হারিয়ে সেমি ফাইনালে পৌঁছে গেল ইস্টবেঙ্গল ৮

কলকাতা ২০ জানুয়ারি ২০২৪ ৪ মাঘ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ২১৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 20.01.2024, Vol.17, Issue No.219, 8 Pages, Price 3.00

প্রকাশ্যে এল রামলালার পূর্ণ অবয়ব!

অযোধ্যা, ১৯ জানুয়ারি: প্রকাশ্যে এল শিশু রামের মুখের অবয়ব। আগামী সোমবার অযোধ্যার রামমন্দিরে যে নিকষ কালো পাথরের বিগ্রহে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সেই মূর্তির ছবি প্রথম প্রকাশ্যে আসে শুক্রবার সকালে। তবে তখন তার মুখে কাপড় বাঁধা ছিল। চোখে বাঁধা ছিল কাপড়ের পট্টি। অবশেষে শুক্রবার বিকেলে সেই কাপড়ের আবরণ সরে প্রকাশ্যে এল রামলালা বা শিশু রামের মুখ।

শুক্রবার রামমন্দিরে ধান্য দিবসের উদ্যাপন রয়েছে। তার আগে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অযোধ্যায় পৌঁছে সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে দেখে আসেন। তার

পরেই রামমন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে প্রকাশ করা হয় মূর্তির ছবি। তবে কালো পাথরের সেই মূর্তি তখনও আংশিক ঢাকা ছিল কাপড়ে। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ সেই আবরণ খোলা হয়। দেখা যায়, কালো পাথরের মূর্তির হাতে সোনালি রঙের তির-ধনুক। নিখুঁত মসৃণ গড়ন মুখের। মাথায় চুড়ো করে বাঁধা চুল। মুখে স্মিত হাসি। কপালে সাদা-লাল তিলক। মোট দু'টি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। একটি দূর থেকে তোলা রামের ছবি। আর একটি কাছ থেকে নেওয়া রামের মুখের ছবি।

পাঁচ বছরের শিশুর আদলে গড়া হয়েছে অযোধ্যায় রামলালার বিগ্রহ। আগের মূর্তিটির থেকে আকারে অনেকটাই বড় এই শিশু রাম। অযোধ্যার রামমন্দিরে এই মূর্তিটির পাশাপাশি অবশ্য পুরনো মূর্তিটিও রাখা থাকবে। 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'র পর দু'টি মূর্তিই পুজো করতে পারবেন ভক্তেরা।

রামলালার মুখ ছিল হলুদ কাপড়ে মোড়া। গায়ে ছিল সাদা চাদর। এমনকি, হাত দু'টিও ছিল হলুদ কাপড় দিয়ে ঢাকা। এর পরে রামলালার বিগ্রহের আরও একটি ছবি প্রকাশ্যে আসে। সেই ছবিতে হলুদ এবং সাদা কাপড় সরিয়ে দেওয়া হলেও চোখে বাঁধা ছিল কাপড়ের পট্টি। গলায় পরানো ছিল গোলাপের মালা।

সোমবার বন্ধ শেয়ার বাজার

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি: রামমন্দিরের 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' উপলক্ষে এবার বন্ধ থাকবে শেয়ার মার্কেট। সোমবার সারাদিন বন্ধ থাকবে শেয়ার মার্কেট। এর বদলে আজ সকাল ৯ টা থেকে দুপুর সাড়ে ৩টে পর্যন্ত খোলা থাকবে মার্কেট। ভারতীয় শেয়ার বাজার, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ শনিবার পুরো কাজ করবে বলেও রয়টার্সের তরফে জানানো হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে তিন আসনেই লড়ার প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অধীর চৌধুরীকে নিয়ে বেশি ভাবতে হবে না। লোকসভা ভোটের আগে মুর্শিদাবাদের তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে শুক্রবার এই বার্তাই দিয়ে রাখলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, নিজের কালীঘাটের বাড়িতে ডাকা বৈঠকে মমতা বলেছেন, সবাই মিলে লড়াই করলে অধীর কোনও ফ্যাক্টরই নন। জেলা পার্টিকে দিদির পরামর্শ, অধীরকে উপেক্ষা করতে হবে। ওঁর কথা মাথা থেকে সরাতে হবে।

তবে কি একলা লড়ার সিদ্ধান্ত স্পষ্ট না করে তিনি বরং দায় ঠেলে রাখলেন কংগ্রেসের দিকেই। তিনি বলেন, ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম বড় শরিক তৃণমূল। তাদের বাদ দিয়ে এ রাজ্যে অন্য কাউকে কংগ্রেস বেশি প্রাধান্য দিলে, তৃণমূল নিজের মতোই ভাববে। সে ক্ষেত্রে রাজ্যে এ বারও ৪২ আসনেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী।

কংগ্রেস-তৃণমূলের আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ অন্যতম আলোচিত জেলা। ২০১৯ সালে প্রথমবার এই জেলায় লোকসভা আসন জিতেছিল তৃণমূল। একসঙ্গে দু'টি। গত লোকসভা ভোটের সময়ে তৃণমূলের তরফে মুর্শিদাবাদের দায়িত্বে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ জিতলেও গত বার অধীরকে হারাতে পারেনি তৃণমূল। তবে কংগ্রেস সাংসদের ভোটে জেতার ব্যবধান অনেকটা কমে গিয়েছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বাংলায় কংগ্রেস এবং তৃণমূলের সমীকরণ কী হবে তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। কিন্তু এ সবের মধ্যেও অধীর তাঁর তৃণমূল বিরোধিতা জারি রেখেছেন। সম্প্রতি অধীর সরাসরি মমতাকেও চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, 'ক্ষমতা থাকলে বহরমপুরে এসে দাঁড়ান। হারিয়ে কলকাতা পাঠিয়ে দেব।' শুক্রবারের মুর্শিদাবাদ-বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সূত্রের খবর, উপনির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে জিতে তৃণমূলে যোগ দেওয়া সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, কংগ্রেসে থাকাকালীন তাঁর বাড়িতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি যায়নি। এখন যাচ্ছে। এর উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। একই কথা বলা হয়েছে ডোমকলের তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের উদ্দেশেও। প্রসঙ্গত, এই দু'জনের বাড়িতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা হানা দিয়েছিল। জাফিকুলের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধার হয়েছে বলেও দাবি করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

তৃণমূল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে সতর্ক করেছেন মমতা। কয়েক মাস আগে হুমায়ুনের 'বিদ্রোহ' শাসকদলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পর তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিস দিয়েছিল দল। জানা গিয়েছে, শুক্রবারের বৈঠকে হুমায়ুনকে সংবাদমাধ্যমের সামনে একটু কম কথা বলার নির্দেশ দেন মমতা। অতীতেও হুমায়ুনকে তাঁর আলটপকা কথাবার্তার জন্য নেত্রীর ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল।

এদিনের বৈঠকের পর সংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন, মুর্শিদাবাদে তৃণমূল কংগ্রেস শক্তিশালী। তিনটি আসনেই লড়তে প্রস্তুত। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি, জেলার সংসদ, বিধায়ক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সমস্ত শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব এবং পঞ্চায়েত সদস্যরাও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রের খবর, তৃণমূলনেত্রী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, সব খবর তাঁর কাছে রয়েছে। সব খবর আসে। তেমন হলে দল কড়া পদক্ষেপ করতে পিছপা হবে না।

অভিষেকের আর্জি ফেরাল সুপ্রিম কোর্ট

কুণালের দাবি, খারিজ হয়নি আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্জি ফেরাল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতিদের বিরুদ্ধে করা এই আবেদন খারিজ করে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। নতুন করে আর্জি জানাতে হবে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার মন্তব্যের বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে এই আবেদনের কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই, তাই তা খারিজ, পর্যবেক্ষণ বেঞ্চের।

তবে এ প্রসঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানাচ্ছেন, কোনও আবেদন খারিজ করা হয়নি। বলা হচ্ছে তা পুরো ভুল কথা। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ও অপর এক বিচারপতি মামলার উপর তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও কোর্টের বাইরেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নানা কথা বলছিলেন। তার বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পিটিশন দাখিল করেছিলেন। কিন্তু সেই পিটিশন একটি মডিফিকেশন অ্যাপ্লিকেশন ছিল। কারণ, এর উপর একটা মামলা ইতিমধ্যেই হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি গাঙ্গুলির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। একটা মামলা আগেই ছিল। এর উপর মডিফিকেশন অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রেজিস্ট্রার সাহেব বলেছেন, আগের বারের যে মামলা ছিল সেটা আগেই নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। মডিফিকেশন অ্যাপ্লিকেশন দেবেন না। আপনি ফ্রেশ পিটিশন দিন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যিনি আইনজীবী রয়েছেন তিনি ফ্রেস কজ অফ অ্যাকশন দেখিয়ে একটা পিটিশন দেবেন। এটা হাইলি টেকনিক্যাল ম্যাটার। ফলে ওই যে বলা হচ্ছে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে এটা ঠিক নয়। এটা পুরো ভুল। দাবি কুণাল ঘোষের।

এখানে বলে রাখা শ্রেয়, গত ১০ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আবেদনে জানিয়েছিলেন, বিচারাধীন বিষয় নিয়ে আদালতের বাইরে প্রকাশ্যে মন্তব্য করছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টের কাছে তৃণমূল সাংসদ আর্জি জানান, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ করুক সর্বোচ্চ আদালত। পাশাপাশি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা শোনার জন্য প্রধান বিচারপতি একটি বেঞ্চ গঠন করে দিক এবং সেই বেঞ্চই এই মামলা শুনুক, এই আবেদনও জানানো হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের কাছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এও আর্জি ছিল, তাঁর সম্পর্কে আদালতে এবং আদালতের বাইরে করা মন্তব্যের দ্বারা ইডি, সিবিআই যেন প্রভাবিত না হয়, এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হোক।

ফের অশান্ত মণিপুর

৪৮ ঘণ্টায় মৃত অন্তত ৭

ইম্ফল, ১৯ জানুয়ারি: রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা পেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই ফের অগ্নিগর্ভ মণিপুর। গত দু-দিনে সেরাজ্যে মোট সাতজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। তার মধ্যে একদিনেই কুকিদের হাতে নিহত হয়েছেন ৫ জন মেতেই। মৃত্যু হয়েছে আইআরবি কমান্ডোরও। সবমিলিয়ে, নতুন বছরের শুরু থেকেই আবার গত বছরের মতো উত্তপ্ত হয়ে উঠছে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটি।

জানা গিয়েছে, বুধবার ফের জাতি সংঘর্ষ শুরু হয়েছে চূড়াচাঁদপুর, কাংপোকপি বিষ্ণুপুরের মতো এলাকাগুলোতে। ব্যাপক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে কুকি ও মেতেইরা। তার জেরে বুধবার চারজনের মৃত্যু হয়েছে বিষ্ণুপুরে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ওইনাম বামোলজাও ও তাঁর পুত্র ওইনাম মানিটোম্বা। এছাড়াও আরও দুই মেতেই ব্যক্তি নিহত হন বুধবারের সংঘর্ষে।

অন্যদিকে, জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে কাংপোকপির এক গ্রামরক্ষকের। বুধবার জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। তখনই তাঁর মৃত্যু হয় বলে সূত্রের খবর। তবে বৃহস্পতিবার সরকারিভাবে তাঁর মৃত্যুর খবর জানানো হয়। উল্লেখ্য, ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় এই কাংপোকপিতে গিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। তিনি কাংপোকপি ছাড়ার পরেই সেখানে হিংসা ছড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, গত রবিবার ভোর চারটে নাগাদ হামলা হয় আইআরবি জওয়ানদের উপরে। ওই সময় এমা কোনদং লাইরেম্বি দেবী মন্দিরের কাছে অস্থায়ী ক্যাম্পে ঘুমোচ্ছিলেন তাঁরা। হামলা চালানোর জন্য স্থানীয় চিকিম গ্রামের পাহাড়ে ঘাঁটি গেড়েছিল জঙ্গিরা। দূর থেকেই গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। বিস্ফোরণ হয় অস্থায়ী ওই ক্যাম্পটিতে। তাতেই মৃত্যু হয় এক আরআরবি কমান্ডোর। আহত হন আরও একজন।

বিলকিস মামলায় রবিবারের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি: আত্মসমর্পণের জন্য বাড়তি সময় চেয়েছিলেন গুজরাত হিংসায় খুন ও গণধর্ষণকাণ্ডের অপরাধীরা। তাঁদের সেই আর্জি শুক্রবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, দু'দিনের মধ্যে অর্থাৎ রবিবারের মধ্যেই ১১ জন অপরাধীকে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছেন, অপরাধীদের আবেদনে কোনও যৌক্তিকতা নেই, তাই তা খারিজ করা হল।

গত ৮ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ওই ১১ জন ধর্ষককে মুক্তির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গুজরাত সরকার, তা এক্তিয়ার-বহির্ভূত। বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুয়ানের পর্যবেক্ষণ ছিল, জালিয়াতি করে ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কারণ ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ারই ছিল না গুজরাত সরকারের। একই সঙ্গে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয় যে, খুন এবং ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ১১ জনকেই দু'সপ্তাহের মধ্যে জেলে ফিরে যেতে হবে। আত্মসমর্পণ করতে হবে তাঁদের। এর পরেই তাঁদের কয়েক জন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে জানান, আত্মসমর্পণ করার জন্য তাঁদের আরও কিছুটা সময় দেওয়া হোক। কেউ জানান, তিনি অসুস্থ। কেউ আবার ছেলের বিয়ের কারণ দেখান। একজন শীতে ফসল কাটতে যাবেন বলেও জানিয়েছিলেন আদালতে। অপরাধীদের সেই আর্জি খারিজ করে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও বাড়তি সময় দেওয়া হবে না তাঁদের। নির্ধারিত দিনেই তাঁদের জেলে ফিরতে হবে।

২০২২ সালের ১৫ অগস্ট ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসে খুন এবং গণধর্ষণের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ১১ জনকে জেলে 'ভাল আচরণ' করার যুক্তি দিয়ে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় গুজরাত সরকার। তার আগে, মুক্তির জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন ধর্ষণের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ওই অপরাধীরা। সেই আবেদনের ভিত্তিতে গুজরাত সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিল আদালত। বিজেপি শাসিত গুজরাত সরকার ১১ অপরাধীর মুক্তির পক্ষে সওয়াল করে। এর পরই ১১ জনকে ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানায় আদালত। সুপ্রিম কোর্টের ছাড়পত্রও মেলে। মুক্তির পর স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ওই অপরাধীদের সংবর্ধনা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ১১ জনের মুক্তির পরেই বিষয়টি নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল দেশ জুড়ে। কেন মেয়াদ শেষের আগে ১১ জন ধর্ষক এবং খুনিকে ছাড়া হল, এ নিয়ে বিতর্ক বাধে।

কথা দিয়ে কথা রাখার নাম তৃণমূল: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবারই জানিয়ে দিয়েছিলেন, ধূপগুড়িকে পৃথক মহকুমা করার বিষয়ে যে আইনি জট ছিল তা কেটে গিয়েছে। শুক্রবার সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতেই তা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, 'কথা দিয়ে কথা রাখার নামই হল তৃণমূল।' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আরও লিখেছেন, 'গত ২ সেপ্টেম্বর আমি কথা দিয়েছিলাম, ধূপগুড়িকে পৃথক মহকুমায় উন্নীত করা হবে। আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার তা পূরণ করেছে। মাইল মাইল দূর থেকেও আমি আজ সেখানকার মানুষের উদ্বেল হওয়া মুখগুলি দেখতে পাচ্ছি।' ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে তৃণমূলের বড় প্রতিশ্রুতি ছিল, তারা জিতলে পৃথক মহকুমা হবে। প্রচারে গিয়ে প্রথম সেই কথা জোরের সঙ্গে বলেছিলেন তৃণমূলের 'সেনাপতি' অভিষেক। যা ওই এলাকার মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল। গত সেপ্টেম্বরের উপনির্বাচনে বিজেপির জেতা আসন ছিনিয়ে নিয়েছিল তৃণমূল। ভোটের পর বিজেপির নেতারাও ঘরোয়া আলোচনায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন, শেষ পর্বে অভিষেকের মহকুমা করার প্রতিশ্রুতি ধূপগুড়ির ভোট সমীকরণ বদলে দিয়েছিল।

ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে সভায় 'না' ডিভিশন বেঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন: একক বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। আইএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে নয়, জানিয়ে দিল আদালত। ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তাঁদের দলের প্রতিষ্ঠাদিবস ২১ জানুয়ারি। সেই অনুষ্ঠান এবার ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। ঠিক যেখানে তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের অনুষ্ঠান হয়। পুলিশ তাতে অনুমতি না দেওয়ায় আদালতে গিয়েছিলেন নওশাদরা। কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চ বলেছিল, শর্তসাপেক্ষে ওই সভা করতে পারে আইএসএফ। এরপরই ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। শুক্রবার সেই শুনানি হয়। সেখানেই ধাক্কা নওশাদের। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, নওশাদদের সভা ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে করা যাবে না। ভিক্টোরিয়া বাদে কাছাকাছি অন্য জায়গায় সভা হতে পারে। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের শর্ত রেখে বাকি নির্দেশ খারিজ করল ডিভিশন বেঞ্চ।

গতবছর আইএসএফের প্রতিষ্ঠাদিবসের অনুষ্ঠান হয় রানি রাসমণি রোডে। সেখানেই তুমুল গণ্ডগোল হয়েছিল। এদিন সে প্রসঙ্গও ওঠে আদালতে। আগের বছর ওই অনুষ্ঠানে যে গোলমাল হয়েছিল, পুলিশ আক্রান্ত হওয়ার যে ঘটনা তা অস্বীকার করা যায় না বলেই পর্যবেক্ষণ প্রধান বিচারপতির।

২১ জানুয়ারি একাধিক কর্মসূচি আছে বলে জানায় রাজ্য। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম তখনই জানতে চান, ওইদিন সকালে কার র‍্যালি রয়েছে। এরপরই রাজ্যকে প্রশ্ন করেন, সব সামলাতে সম্ভব হবে কি না। সঙ্গে এও জানান, শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাহলে সমস্যা কোথায়? আপনারা আগের বছরের কথা ভেবে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।' এরপরই নওশাদের আইনজীবীকে প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'আপনারা কি অন্য কোথাও এই সভা করতে চান?' জবাবে নওশাদের আইনজীবী বলেন, 'আমরা নিজেরা ভিডিওগ্রাফিও নিজেরাই করতে চাইছি। অন্য কোনও জায়গায় কেন যাব? রাজ্য ওই জায়গাতেই কেন করতে দিচ্ছে না? যেহেতু শাসকদল ওখানে সভা করে তাই অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।'

পাল্টা রাজ্যের হয়ে এজি কিশোর দত্ত বলেন, 'গত বছর পাথর ছোড়ার মত ঘটনা ঘটেছে। আর এবার একদিনে অনেক সভা। ওই জায়গায় বিজেপিও সভা করেছে।' প্রধান বিচারপতি আইএসএফের কাছে জানতে চান, 'আপনাদের কতজন বিধায়ক আছেন? যদি কেউ এসে এমন কোনও বক্তব্য রাখেন যাতে গোলমাল হয়, সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হন, তাহলে কে দায়িত্ব নেবে?'

এরপরই আদালতের তরফ থেকে প্রশ্ন করা হয়, নেতার বক্তব্যে সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন, এমন কোনও অভিযোগ নওশাদের বিরুদ্ধে আছে কি না সে ব্যাপারেও। এরপরই প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'এই ব্যক্তি কি আগে অভিযুক্ত হয়েছেন?' রাজ্য জবাবে জানায়, 'ওই বক্তা ৪৮ দিন জেলে ছিলেন।' প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ওইদিন আরও অনুষ্ঠান আছে। ম্যারাথন আছে। সেসব অনুষ্ঠানের চেয়ে ম্যারাথন গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সচেতন না হতে পারে, কিন্তু আদালত সচেতন। মূল উদ্যোক্তা অভিযুক্ত। সেই মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। তাই প্রধান বিচারপতির পরামর্শ, কোনও ইন্ডোরে সভা করতে পারে আইএসএফ বা অন্য কোনও জায়গায়।

ডার্বির রং লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার কলকাতা ডার্বির রং লাল-হলুদ। শুক্রবার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সুপার কাপের সেমিফাইনালে চলে গেল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ১৫ মিনিট ছাড়া নিখুঁত ফুটবল উপহার দিলেন কার্লেস কুয়াদ্রাতের ছেলেরা। অন্য দিকে, প্রথম সারির সাত ফুটবলার না থাকার ফল টের পেল সবুজ-মেরুন। সব বিদেশি থাকা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গলকে টেক্কা দিতে পারল না তারা। অগস্টে ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্বের পর সেই প্রতিযোগিতারই ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে হেরেছিল ইস্টবেঙ্গল।

-বিস্তারিত খেলার পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৪ নং এফিডেভিট বলে বলে Shambhunath Das S/o. Lalmohan Das ও Shambhu Nath Das S/o. Lt. L.M. Das & Shambhunath Das S/o. Lalbihari Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৪০ নং এফিডেভিট বলে Sekh Mahammad Mohasin S/o. Sekh Isahak ও Sekh Mahammad Mohasin S/o. Sekh Isahak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৫২ নং এফিডেভিট বলে আমি Ruma Dey W/o. Siddhartha Sankar De D/o. Gadadhar De R/o. Kamarpara Road, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Ruma Dey W/o. Siddhartha Sankar De & Ruma De D/o. Gadadhar De উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫১ নং এফিডেভিট বলে বলে Subhasis Sarkar S/o. Gopal Chandra Sarkar ও Subhasis Sarkar S/o. Gopal Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৪৯ নং এফিডেভিট বলে Sanjeet Rajbanshi S/o. Umesh Rajbanshi ও Ranjit Rajbanshi S/o. U. Rajbanshi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৭৩ নং এফিডেভিট বলে Sekh Samsuddin S/o. Sekh Alibuddin ও Sk Samsuddin S/o. Sk Alibuddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

আমি শম্পা সাউ ১৮-০১-২০২৪ তারিখে শিয়ালদহ কোর্টে নোটারি পাবলিকের নিকট এফিডেভিট করে শম্পা গুপ্তা নামে পরিচিত হলাম। শম্পা সাউ এবং শম্পা গুপ্তা একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Raphik ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Manir Mahammad ও Sk M Md সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৪৮ নং এফিডেভিট বলে Asok Kumar Samanta S/o. Sanatan Samanta ও Ashok Kr. Samanta S/o. Lt. S. Samanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৩৬ নং এফিডেভিট বলে Krishna Kumar Shaw S/o. Dasarath Shaw ও Krishna Shaw S/o. D.Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Md. Aziz Sk D.O.B. 7-6-89 EPF নথিতে আমার নাম ভুলবশতঃ Mr. Md. Arir Sk, D.O.B. 6-7-90 আছে। ১২-১২-২৩ কৃষ্ণনগর ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট Md. Aziz Sk ও Mr. Md. Arir Sk একই ব্যক্তি হলাম।

SITUATION VACANT

Nazirpur Teachers Training College, Vill+ P.O- Gopalpur, P.S- Karimpur, Nadia. Pin-741165 Applications are invited for B.Ed Principal, As per NCTE norms, Asst. Professor in Bengali, English, Geography, Sanskrit, Life Science, Phy. Science, Math, Pol Science, Music and Librarian (Master degree M.Ed 55% with NET/ Ph.D) 9732442101 e-mail : nttc.secretary@gmail.com

E-Tender

E- Tenders invited by the Prodhan, Harekrishnapur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Joyrampur, Nadia. **NIET No.11/15TH CFC/ Harekrishnapur/ 2023-24.** Last date of submission **25.01.2024 upto 6p.m** For details contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Harekrishnapur Gram Panchayat.

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur - II Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET NO- 08/15th FC/ Karimpur -II/ 2023-24**, Last date of submission **25.01.2024 up to 4p.m.** For details please contract to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Karimpur - II Gram Panchayat.

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Jamsherpur Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Bagchi Jamsherpur, Nadia. **NIET NO- 21/2024 & 22/2024.** Last date of submission **29.01.2024 up to 17.00p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan, Jamsherpur Gram Panchayat.

E-Tender

E- tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur– II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIET NO. 036/5TH SFC 2023-24**, Last date of submission **06.02.2024 up to 6P.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি **সাবিনা ইয়াসমিন**, স্বামী- সেখ আজাহারউদ্দিন, গ্রাম- মালিয়াড়ি, থানা-মিনাখাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, নতুন EC পাইবার জন্য W.B.L.C.S.C এ আবেদন করিয়াছি। যদি কারোর কোন আপত্তি থাকে তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতরে Chairman W. B. Law Clerk State Council at 1, Beliaghata Road, Kol-14 -এ যোগাযোগ করুন।

নোটিশ

রাধা রানী নাথ (বর্তমানে মৃত), স্বামী ঈশ্বর পি. কে. নাথ ইংরাজি বিক্রয় কোবালা তাং ০২/০৩/১৯৭১, দলিল নং ১১৩৭ যাহা সাব রেজিস্ট্রার, কাশীপুর দমদম অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত দরুন প্লট নং ২৪২, AB Block, Sector – I, সল্টলেক সিটি, থানা : বিধাননগর উত্তর, কোলকাতা ৭০০ ০৬৪, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা মালিক ও দখলকারিনী হন। দলিলখানি তাঁর অধীনে থাকাকালীন তাঁর মৃত্যু হওয়ার পর তাঁর দুই পুত্র শ্রী গৌতম নাথ ও শ্রী সুদীপ্ত নাথ (বর্তমান মালিকগণ) দলিলখানি খুঁজে না পাওয়ার দরুন নিউটাউন থানায় G.D.E. দায়ের (G.D.E. No. 757/23, dated 12.12.2023) করেন।

যদি কোনো সজ্জন ব্যক্তি /সংস্থা উক্ত দলিলখানি সম্পর্কে কোনোরূপ জ্ঞাত হন অথবা দাবী পোষণ করেন তাহলে এই নোটিশের ৭ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমানসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় সর্বপ্রকার দাবী নাকচ বলে গণ্য করা হবে।

Priyadarshi Nath, Advocate
36, Adhar Chandra Das Lane, Kolkata-700067
Mob. : 98314 42328

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. Civil Judg. (Jr. Divn) Ghatal (District Deligate)
Dist: Paschim Medinipur
Ref: J. Misc. 70/2023

দরখাস্তকারী- শ্রী মলয় কুমার রায়,
-বনাম-
প্রতিপক্ষ- শ্রী মানস কুমার রায়

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে উপরোক্ত দরখাস্তকারী দাসপুর থানার উত্তরবাড় এর অন্তর্গত স্বর্গীয় চারু চন্দ্র রায় এর পুত্র বিশ্বনাথ রায় এর সম্পাদিত গত ইং ১৭/০৭/২০১৪ তারিখে সম্পাদিত দাসপুর সাবরেজিঃ অফিসের রেজিস্ট্রকৃত ২০১৪ সালের ৮ নং উইল প্রবেটের জন্য উপরোক্ত নং মিসকেস দায়ের করিয়াছে। উক্ত দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকিল বাবুর মধ্যমে হাজির হইয়া ইংরাজী ০৭-০৩-২৪ তারিখে বেলা ১০.৩০ মিঃ হাজির থাকিয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ হইবে।

অনুমত্যানুসারে
প্রদীপ বেরা
সেরেস্তাদার
দেওয়ানী আদালত
(জুনিয়ার ডিভিশন) ঘাটাল কোর্ট
১৮-০১-২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নম্বর-১৯/২০২৩

দরখাস্তকারীঃ শ্রী অর্জুন ঘোষ, পিতা- মন্টু ঘোষ ওরফে মনোতোষ ঘোষ, সাং- খাগড়াজোল রোড, শনিমন্দির, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১০১।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী অত্র আদালতে সাং 'খাগড়াজোল রোড' পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী নিবাসী অধুনামৃত মন্টু ঘোষ ওরফে মনোতোষ ঘোষ এর ত্যক্ত উইল কৃত সম্পত্তি সম্পর্কে প্রোবেট গ্রহনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া উক্ত প্রোবেট দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আদালত কর্তৃক এক তরফা বিচারে নিষ্পত্তি হইবে। নিবেদন ইতি তাং-

তপশীল সম্পত্তি

জেলা ও সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, থানা-চুঁচুড়া, হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের খাগড়াজোল মহল্যার ১৭/৬৯/২ নম্বর হোল্ডিং ভুক্ত জে.এল. নং- ২০ চুঁচুড়া মৌজায় এল.আর. খতিয়ান নং- ৫০০৮/১, আর.এস. দাগ নং- ৫১১২/৫২৭১ ভুক্ত তথা এল.আর. ২৯১০ নম্বর দাগে বাস্তু পরিমান ০.০০৩ একর এবং ২৯১১ নং দাগে ভিটি পরিমান ০.০১১ একর, একুনে মোট ০.০১৪ একর মায় তদুপরিস্থিত দ্বিতল গৃহাদি।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শিশির চক্রবর্ত্তী
উকিলবাবু
হুগলী জজ কোর্ট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার
District Delegate, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী- মোকাম চন্দনগরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত।
এ্যাক্‌ট ৩৯ কেস নং ৫৬/২০ ২৩

দরখাস্তকারী:- তৈয়ব আলী পিতা মৃত মহঃ আলী ওরফে এম. ডি. আলী, সাং- ৯/২৭ ডালহৌসী কুলি লাইন, চাঁপদানী, পো: বৈদ্যবাটি, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন নং ৭১২২২২।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারীর পিতা মহঃ আলী গত ইং ৩০/০৪/২০২২ তারিখে এবং মাতা সাবোরা খাতুন গত ইং ১/২/২০২১ তারিখে পরলোক গমন করেন। উক্ত দরখাস্তকারীর পিতা অর্থাৎ মহঃ আলী তিনি তাহার জীবদ্দশায় ত্যাক্ত রেখে যাওয়া," ডালহৌসি জুট কোম্পানী" বৈদ্যবাটি, ভদ্রেশ্বর(Token No MM- 2196, Creg No - 30311) গ্যাচুইটি বাবদ তাহার গচ্ছিত ১,৭৮,৯৬৩ টাকার উপর সাকসেশান সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাই বেন অন্যথায় একতরফা শুনানি হইবে।

এ্যাডভোকেট--
রমেশ তেওয়ারী
চন্দননগর আদালত।

সেরেস্তাদার--
সৌমেন ঘোষাল
চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত।
05/01/24

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ শে জানুয়ারী। ৫ ই মাঘ। শনি বার। দশমী তিথী। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিল্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে। যারা কর্মের জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কর্পূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ।উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত ।তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ ।ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনস্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি, বাস্তুজমি ,দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে ।আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ।ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি ।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বইমেলায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে প্রকাশ পেল বাংলায় আইন চর্চার বই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার উদ্বোধন হয়েছিল ৪৭ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার। শুক্রবার বইমেলার দ্বিতীয় দিনেই প্রকাশ পেল বিচাপরপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা ভাষায় আইন চর্চার বই। গত এক বছরে বিচারপতি হিসেবে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সকলের মুখে। বিশষেত তিনি হয়ে উঠেছেন চাকরি প্রার্থীদের কাছে ঈশ্বর। তাঁর বইপ্রকাশের কথা শোনা গিয়েছিল বিচারপতির মুখে। তবে, কবে, কখন, কীসের বই তা জানা ছিল না কারও। বইটি লিখেছেন পূর্ণেন্দুনাথ নাথ। ভূমিকা লিখেছেন বিচারপতি স্বয়ং।

সম্প্রতি বিচারপতি তাঁর এজলাশে বাংলায় সওয়াল জবাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন আইনজীবীদের। এবার বাংলা ভাষায় আইন নিয়ে তাঁর হাত দিয়ে প্রকাশ পেল বই। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাতুড়ি মেরে মেলার উদ্বোধন করেছিলেন। আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই বইমেলা। মুখ্যমন্ত্রীর পাঁচটি বই প্রকাশিত হচ্ছে এবার। প্রতি দিন বেলা ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বইমেলা চলবে। এ বারের বইমেলার থিম ব্রিটেন।

বইমেলার একটা বড় আকর্ষণ অবশ্যই লিটল ম্যাগাজিন। লিটল ম্যাগাজিন সহ ছোট, মাঝারি ও বড় প্রকাশকদের স্টল ও টেবিল সব মিলিয়ে প্রায় ১০০০-এর মতো। এছাডাও নজর কাড়াবে সিনিয়র সিটিজেন দিবস 'চিরতরুণ'। যা উদ্‌যাপন হবে ২৪ জানুয়ারি। ফি-বছরের মতো এবারও লেখক, প্রকাশক ও পাঠককে নিয়ে থাকবে আলোচনা সভা। এবারের বইমেলায় ৯টি গেটের মধ্যে নজর কাড়ছে লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজের আদলে হওয়া গেট। এছাড়াও একটি গেট হয়েছে বেথুন স্কুলের ১৭৫ বছর উপলক্ষে সেই স্কুলের আদলে। আছে বিশ্ববাংলা গেট এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও লোরকার ১২৫তম জন্মবর্ষ উদযাপনে তাঁদের স্মরণে গেট। সমরেশ মজুমদার এবং এ এস বায়াটের নামে হয়েছে বইমেলার দুটি হল। লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন সন্দীপ দত্তের নামে। ছোটদের প্যাভিলিয়ন হবে ষষ্ঠীপদ চট্টোপ্যাধ্যায়ের পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নিয়ে। রয়েছে এইচ ডি এফ সি আর্গো প্রেস কর্নার। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সমরেশ বসুর জন্মশতবর্ষ স্মরণে তাঁদের নামে থাকছে দুটি মুক্তমঞ্চ। সব মিলিয়ে জমে উঠেছে ২০২৪-এর কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা।

লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে রাজ্য পুলিশের একজন নোডাল অফিসার নিযুক্ত করা হল। এই প্রথম নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার আগে নির্বাচন কমিশন রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার নিয়োগ করল। জানা গিয়েছে, ১৯৯৮ ব্যাচের আইপিএস আধিকারিক আনন্দ কুমারকে রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি রাজ্যের এডিজি লিগ্যাল পদে ছিলেন। এখন থেকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে লিয়াজো অফিসার হিসেবে কাজ করবেন আনন্দ কুমার। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরকে তাঁর সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার এখনো কিছুটা দেরি আছে বলে খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে। তবে কমিশন ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে জোরকদমে। এখন থেকে বাংলার প্রত্যেকটি জেলায় কোথায় কী ঘটছে, খবর নিচ্ছে তারা। আর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন আছে তার সাপ্তাহিক রিপোর্টও পাঠাতে হচ্ছে জেলাগুলিকে। নির্বাচন কমিশনের কর্তারা সেগুলি খতিয়ে দেখছেন। তাছাড়া নানা সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় কী খবর প্রকাশ পাচ্ছে তার পেপার কার্টিং এবং ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ বাংলায় পা রাখবে বলে সূত্রের খবর। লোকসভা নির্বাচন সংগঠিত করার জন্য রাজ্য পুলিশের ডিজি, ডিএম, এসপি-সহ রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তাঁরা।

এখানের সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও দেখা করবেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। আর নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ আসার আগেই লোকসভা নির্বাচনের কাজ সেরে রাখতে চায় সিইও অফিস। অতীতের নানা ঘটনাকে সামনে রেখে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে নতুন স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থেকে শুরু করে স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করা এবং পুলিশ পর্যবেক্ষক বাড়ানো হবে বলে খবর।

'রানওয়ে ফর স্টার্ট আপ' নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইআইটি খড়্গপুরের আইআইএম ক্যালকাটা ইনোভেশন পার্ক অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ সেল-এর সহযোগিতায় মার্চেন্টস্ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার 'রানওয়ে ফর স্টার্ট আপ' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে তথ্য ও বৈদ্যুতিন তথা অপ্রচলিত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি দপ্তরের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় জানান, সরকার নীতি তৈরি করতে পারে এবং পরিকাঠামো সহায়তা দিতে পারে। তবে, স্টার্ট আপগুলিকে তহবিল সংগ্রহের জন্য বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করতে হবে। স্টার্ট-আপকে সমর্থন করা শুধুমাত্র তহবিল প্রদান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। একইসঙ্গে নজর রাখতে হবে তারা যা চিন্তা করেছে সে ব্যাপারে তাদের আরও অনুপ্রেরণা জোগানো। একইসঙ্গে এও জানান, রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত বাংলায় ৫৯টি স্টার্ট আপ চালু করেছে। সঙ্গে এও জানাতে ভোলেননি, সিলিকন ভ্যালি এবং ২২ টি আইটি পার্কের সঙ্গে বাংলার একটি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো রয়েছে।

লোনের কিস্তির টাকা আনতে গিয়ে টিটাগড়ে 'আক্রান্ত' বেসরকারি ব্যাঙ্ককর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: লোনের মাসিক কিস্তির টাকা আনতে গিয়ে এক বেসরকারি ব্যাঙ্ক কর্মী আক্রান্ত হলেন বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা। আক্রান্ত বেসরকারি ব্যাঙ্কের কর্মী অঞ্জন দত্ত কাঁকিনাড়ার বসিন্দা। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার রাতে টিটাগড় জি সি রোডে হেনা খাতুন নামে এক মহিলার কাছ থেকে তিনি লোনের কিস্তির টাকা আনতে গিয়েছিলেন। টাকা দেওয়ার জন্য সুমন নামে একজন টিটাগড় রেল স্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশে নির্জন এলাকায় তাঁকে ডাকে। এরপর তাকে সেখান থেকে একটি ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। অঞ্জনের অভিযোগ, সেখান গিয়ে দেখেন ঘরের মধ্যে চার জন বসে মদ্যপান করছে।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ঘর থেকে বেরোতে গেলে ওরা তাকে মারধোর শুরু করে। এমনকি তাকে পিস্তলের বাট দিয়েও মারা হয়। ওই ব্যাঙ্ককর্মীর অভিযোগ, মদ্যপ এক যুবক তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে ওদের দলেরই একজনের হাতে গুলি লাগে।

ট্র্যাঙ্গুলার পার্কে ঠাকুর সীতারামদেবের নাটক

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ কলকাতার ট্র্যাঙ্গুলার পার্কে গীতাজয়ন্তী মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব বিরচিত নাটক বিরহিনী। মহানপুরুষ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী দিবস ২৩ জানুয়ারি নাটকটি মঞ্চস্থ হবে। নিবেদনে ওঙ্কারনাথ সংস্কৃতি সংঘ, পরিচালনায় সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়। অর্ধশতক ধরে চলে আসা ভোলাগিরি আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর দেবানন্দ মহারাজ প্রবর্তিত গীতাজয়ন্তী উৎসবের সূচনা হয়েছিল ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে এবং সমাপ্ত হবে ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে।

হাওড়া স্টেশনে খাদ্য রসিকদের রসনা তৃপ্তিতে 'রেস্তোরাঁ অন হুইল'

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পূর্ব রেলের 'রেস্তোরাঁ অন হুইলস' ২০২০ সালে আসানসোল স্টেশনে প্রথম চালু হয়। দু'টি মেয়াদ উত্তীর্ন মেমু কামরাকে সম্পূর্ণ রেস্তোরাঁ সহ খাবারের আউটলেটে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। এই দুটি কোচ আসানসোল স্টেশন চালু হওয়ার পর স্টেশনটিকে একটি শহরের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে, যা আসানসলের মতো শিল্প শহরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের একটি বিশিষ্ট অঞ্চল হিসাবে হাজার হাজার শহরবাসীকে আকর্ষিত করেছে। এর মাধ্যমে শুধুমাত্র আসানসোল স্টেশনে সুবিধাগুলিকে উন্নত করে নি বরং বাড়তি রাজস্ব উপার্জনও করতেও সাহায্য করেছে।

এবার হাওড়ার বাসিন্দাদের জন্য হাওড়া স্টেশনে একই সুবিধা নিয়ে এল পূর্ব রেল। হাওড়া স্টেশনের পাশে বাপু উদ্যান-এ হাওড়ায় পরিশীলিততা এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির বর্ধিত মিশ্রণের সাথে বহু রান্নার সুবিধা সহ একটি রেলওয়ে কোচ রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছে। হাওড়ার এই রেস্তোরাঁ জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী ইত্যাদির মতো বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাও পূরণ করতে সক্ষম বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে। এই রেঁস্তোরাতে লোকেরা তাদের হাতের নাগালের মধ্যে সুস্বাদু খাবারের সাথে গঙ্গার মনোরম পরিবেশ পাবে। এই রেস্তোরাঁতে প্রি-বুকিং সুবিধাও পাওয়া যাবে।

ইস্টার্ন রেলের আধুনিকতা এবং লোককেন্দ্রিক পরিষেবাগুলির মাধ্যমে ভারতীয় রেল 'রেস্তোরাঁ অন হুইলস'-এর সাথে স্থানীয় ইতিহাসকে চিহ্নিত করে যেখানে নতুন ঐতিহ্যর সাথে মিলিত হচ্ছে ।

খরিফ মরশুমে শস্যহানি বাবদ ১১ লাখ কৃষকের জন্য বরাদ্দ ১০২ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত খরিফ মরশুমের জন্য বাংলা শস্য বীমা যোজনা প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার শস্যহানি বাবদ ১১ লাখ কৃষকদের ১০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ইতিমধ্যেই উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। ২০১৯ সালে এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে কৃষকদের ফসলের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ২২৮৬ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে ৮৫ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছেন।

রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং রাজ্যের প্রান্তিক কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে গত ১৩ বছরে একাধিক প্রকল্প চালু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার মধ্যে যেমন কৃষক বন্ধু প্রকল্প আছে তেমনি আছে বাংলা শস্য বিমা যোজনাও। আছে কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের প্রকল্পও। এদের মধ্যে বাংলা শস্য বিমা যোজনা দেশের একাধিক রাজ্যের কাছে কৃষকদের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে নষ্ট হওয়া ফসলের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে মডেল প্রকল্প হয়ে উঠেছে। সেই সব রাজ্যের আধিকারিকেরা বাংলায় এসে এই রাজ্যের প্রকল্প খতিয়ে দেখে নিজ রাজ্যে ফিরে এই প্রকল্পের অনুকরণে নয়া প্রকল্প চালু করেছেন।

বাংলা শস্য বিমা যোজনাতে প্রাকৃতিক বা অন্যকোনও কারণে কৃষকদের ফসল নষ্ট হলে এই প্রকল্পের মাধ্যমেই ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থাই করেছে তাই নয়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কোনও কারণে কৃষক চাষ করতে না পারলেও ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। সব থেকে বড় কথা এই রাজ্যের বুকে বাংলা শস্য বিমা যোজনার জন্য কৃষকদের হয়ে এই বিমার প্রিমিয়ামের সম্পূর্ণ খরচই বহন করে রাজ্য সরকার। কৃষকদের কাছ থেকে এর জন্য ১ পয়সাও নেওয়া হয় না। তাঁরা বিনামূল্যে এই সুবিধা পান। সেই সূত্রেই, ২০২৩ সালের খরিফ মরশুমের শেষের ক্ষতিপূরণ বাবদ এবার বাংলার ১১ লক্ষ কৃষক ক্ষতিপূরণ পেতে চলেছেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২০ জানুয়ারি ২০২৪ ৫ মাঘ ১৪৩০ শনিবার

গাজিয়াবাদ থেকে উদ্ধার হওয়া হার্ড ডিস্ক
সিবিআই-কে নথি পেশের নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় গাজিয়াবাদে থেকে উদ্ধার হওয়া ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস, হার্ড ডিস্ক এবং তার মধ্যে থাকা ওএমআর-সহ সমস্ত নথি আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, আগামী ২৪ শে জানুয়ারি সমস্ত নথি পেশ করতে হবে। যদি পরবর্তী শুনানির দিন কোনও কারণে ইলেকট্রনিক ডিভাইস পেশ করা সম্ভব না হয়, তাহলে মামলা চলাকালীন তা পেশ করতে হবে। এদিনের শুনানিতে বিচারপতি এটাও স্পষ্ট করে দেন, ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস পেশ করা সম্ভব না হলেও তার মধ্যে থাকা নথির কপি পেশ করতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-কে। এদিন সিবিআই-এর পাশাপাশি এসএসসি-র কাছে থাকা এই সংক্রান্ত সমস্ত নথিও পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এই সংক্রান্ত তথ্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের সার্ভারে রয়েছে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মামলায় যুক্ত কোনও বিতর্কিত চাকরিপ্রাপক তার নিজের ওএমআর দেখতে চাইলে তিনি আদালতের নজরদারিতে দেখতে পারেন। এদিকে সমস্যা তৈরি হয় অন্য জায়গায়। আদালতের সামনে ওএমআর পেশ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত বিতর্কিত চাকরিপ্রাপকের আইনজীবীরা। একাদশ এবং দ্বাদশের বিতর্কিত চাকরি প্রাপকের দু'জন চান তাঁদের ওএমআর আদালতের সামনে পেশ করা হোক। সেখানেই তাঁরা একবার তাঁদের নিজের ওএমআর পরীক্ষা করে দেখতে চান। কিন্তু বাকি সমস্ত বিভাগের বিতর্কিত চাকরি প্রাপকরা চাইছেন না ওএমআর আদালতের সামনে পেশ করা হোক। পাশাপাশি তাঁরা এই ডিজিটাল নথির সত্যতা নিয়েই সংশয় প্রকাশ করেন। যদি কোনও একজন নির্দিষ্ট মামলাকারী তার ওএমআর দেখতে চান তাহলে আলাদা বিষয়, কিন্তু এটা যেন সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়।

এদিকে শুনানির সময়ে বিতর্কিত চাকরিপ্রাপকদের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'নাইসা অধিকর্তা এবং প্রাক্তন আধিকারিক পঙ্কজ বনশলকে আমরা জেরা করতে চাই। আদালতের নির্দেশে কারা প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে চাকরি পেয়েছেন সেই তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশন আদালতে পেশ করুক।' এদিকে সিবিআই-এর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্যের সওয়াল, 'এই মামলার তদন্তে আমরা যে যে নথি এবং তথ্য উদ্ধার করেছি তার সবগুলিই স্কুল সার্ভিস কমিশনকে দিয়েছি। তারা সেগুলি দেখে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।'

এই শুনানির পরই বিচারপতি দেবাংশু বসাক বলেন, 'এসএসসির ওপর আমরা কীভাবে বিশ্বাস করব? এসএসসি বারবার তার অবস্থান বদল করেছে। বিচারপতি সিবিআইকে প্রশ্ন করেন, পঙ্কজ বনশল কি হেপাজতে রয়েছেন?' এদিকে সিবিআই-এর আইনজীবী জানান, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। কিন্তু তাঁর নাম চার্জশিটে রয়েছে।

সোমবার রামমন্দির উদ্বোধনের দিনে বঙ্গেও শান্তি-শৃঙ্খলায় বিশেষ নজর
বিশেষ কিছু অঞ্চলে পুলিশি নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাম মন্দির উদ্বোধন হবে সোমবার। ওইদিন রাজ্যে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না তৈরি হয় তার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য পুলিশ। শুক্রবার বিকালে সব জেলার পুলিশসুপার এবং পদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক রাজীব কুমার। সেখানে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে সকাল থেকে নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড সহ জনবহুল এলাকা গুলিতেও বিশেষ পুলিশি নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে পুলিশকে এলাকায় টহল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় বাহিনী মোতায়েন করার কথা বলা হয়েছে বলে খবর প্রশাসনিক সূত্রে।

(ফাইল ছবি)

তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, সোমবার বাংলায় অশান্তি পাকাতে পারে বিজেপি। সেকারণেই শান্তি বজায় রাখতে আগে থেকেই পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্যপুলিশ।

এদিকে ওইদিন সংহতি মিছিল করবে তৃণমূল কংগ্রেস। হাজরা থেকে শুরু হয়ে পার্ক সার্কাসে গিয়ে শেষ হবে মিছিল। যদিও ওই মিছিল নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তবে শর্তসাপেক্ষে মিছিল করার অনুমতি দিয়েছে আদালত। সেই মিছিলের শান্তি শৃঙখলা রক্ষাতেও বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শাসক দলের কাউন্সিলরের প্রশ্নে 'অপ্রস্তুত' মেয়র! পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয় দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুর অধিবেশনে মেয়র ফিরহাদকে অপ্রস্তুতে ফেললেন শাসকদলেরই কাউন্সিলর। কলকাতা পুরসভার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে বলেন, 'কলকাতা পুরসভার গরিমা নষ্ট করছে কলকাতা পুলিশ। যত্রতত্র হকার বসিয়ে, এমনকী বেআইনি পার্কিংয়ে মদত দিয়ে কলকাতা পুলিশ পুরসভাকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।' জানান, 'কাউন্সিলররা কিছুই জানতে পারছেন না। যেখানে সেখানে রাস্তা দখল হয়ে যাচ্ছে। বেআইনি পার্কিং একাধিক এলাকায় তৈরি হচ্ছে। পুলিশ এগুলি সবই জানে।

তাঁর বক্তব্য, পুলিশ বিজ্ঞাপন দিয়ে বলছে, পার্কিংয়ে কোনও সমস্যা থাকলে ১০০ ডায়াল করতে। এমনটা হবে কেন তা জানতে চান ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। কারণ শহরের পুরো পার্কিং কলকাতা পুরসভার অধীনে। কলকাতা পুরসভার কাজগুলি পুলিশ ঘুরিয়ে করছে। তাঁর আরও বক্তব্য, পুলিশের যদি এধরনের উদ্যোগ নেওয়ারই থাকে, তাহলে আগে কলকাতা পুরসভাকে জানাতে হবে। সেরকম মনে হলে পুরসভার তরফে অভিযোগ জমা পড়বে। তাঁর বক্তব্যকে এদিন সমর্থন জানান, বিরোধী বাম, বিজেপি, কংগ্রেস কাউন্সিলররা।

যদিও মেয়র ফিরহাদ হাকিম গোটা বিষয়টিকে লঘু করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে মেয়র এও জানান, 'পুলিশকে নির্ভর করেই আমাদের চলতে হয়। আমাদের নির্ভরশীল হতে হয়। কারণ বেআইনি পার্কিং তুলতে গিয়ে বা বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গেলে পুলিশ ছাড়া আমাদের কাজ সম্ভব নয়।'

প্রসঙ্গত, এর আগেও বিশ্বরূপ কলকাতায় হকার ও পার্কিং নিয়ে পুরসভার অধিবেশনে প্রশ্ন তুলেছেন। এদিন মেয়রের সামনেই প্রশ্ন তোলেন তিনি।

মেলা-উৎসবের মধ্য দিয়ে উদীয়মান শিল্পীরা প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পান: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মেলা-উৎসবের মধ্য দিয়ে উদীয়মান শিল্পীরা প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পায়। শুক্রবার বিকেলে দ্বিতীয় বর্ষ ভাটপাড়া উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, '২৫ ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত উৎসবের মাস হিসেবেই পরিচিত। এই মেলা-উৎসবের মধ্য দিয়ে অনেকের রুটি-রোজগার হয়। তাছাড়া শীতের আমেজ গায়ে মেখে সকলে আনন্দে মেতে ওঠেন।' যদিও বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূল সরকার যুব সমাজকে মেলা-খেলায় মাতিয়ে রাখতে চান।

এ প্রসঙ্গে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'বিরোধীদের কাজ শুধুই বিরোধিতা করা।' প্রসঙ্গত, ভাটপাড়া উৎসব উপলক্ষে এদিন মাদক বিরোধী পদযাত্রা করা হয়েছিল। ভাটপাড়ার বলরাম সরকার ঘাটের কাছ থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে ঘোষপাড়া রোড ধরে উৎসব প্রাঙ্গণ ভাটপাড়া সবুজ সংঘ মাঠে গিয়ে শেষ হয়।

মাদক বিরোধী পদযাত্রা প্রসঙ্গে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, যুব সমাজকে সচেতন করতে মাদক বিরোধী পদযাত্রার প্রয়োজন আছে। সাংসদ ছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দমদম-ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি তথা বরানগরের বিধায়ক তাপস রায়, ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ, প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার, পুরসভার সিআইসি তথা উৎসব কমিটির সভাপতি অমিত গুপ্তা, কাউন্সিলর দেব প্রসাদ সরকার ও সীমা মন্ডল, প্রাক্তন কাউন্সিলর সুলক্ষনা ঘোষ, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং ও মন্নু সাউ-সহ বিশিষ্ট জনেরা।

রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়াই এবার শুরু হতে পারে বিধানসভার অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমেই বসতে চলেছে বাজেট অধিবেশন। কিন্তু, সেখানে রাজ্যপালের ভাষণ থাকবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন প্রথমে রাজ্যপালের ভাষণ থাকবে না, তা নিয়েও বিভিন্ন কারণ ও তার ব্যাখ্যা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। সাধারণত ইংরেজি বছরের প্রথম অধিবেশন হয় রাজ্যপালের অনুমতি নিয়ে এবং বছরের শেষ যে অধিবেশন হয় তা শেষ হওয়ার পর রাজ্যপালকে সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে হয়।

২০২৪-এ প্রথম অধিবেশন হবে ৫ ফেব্রুয়ারি। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভাষণ দিয়েই অধিবেশন শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছিল। এদিকে সূত্রে খবর মিলছে, আসন্ন বাজেট অধিবেশনের শুরুতে রাজ্যপালে ভাষণ চলতি বছর থাকবে না। এই প্রসঙ্গে আরও একটি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, গত বছর ডিসেম্বর মাসে অধিবেশন শেষ হয়। কিন্তু, অধিবেশনের শেষ দিন স্পিকার জানিয়েছিলেন, তা

অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করা হল। কিন্তু এবার যখন বিধানসভার অধিবেশন শেষ হয়েছে, সেখানে 'প্ররোগ' করা হয়নি। তাই পরবর্তী বাজেট অধিবেশন শুরুর ক্ষেত্রেও নতুন করে আর রাজ্যপালের অনুমতি লাগছে না। স্পিকারই এক্ষেত্রে অধিবেশন শুরু করতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।আর তা হলে সম্ভবত এই প্রথম বিধানসভার প্রথা ভাঙতে চলেছে।

তবে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করছেন, সাম্প্রতিককালে একাধিক ইস্যুতে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের সঙ্গে রাজ্যের দূরত্ব বেড়েছে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্তই হোক, কিংবা একাধিক বিলে সই নিয়ে রাজ্য রাজ্যপালের বিবাদ প্রকাশ্যে এসেছে একাধিকবার। সম্প্রতি সন্দেশখালি ইস্যুতেও রাজ্যপাল প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছিলেন। পাশাপাশি উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে বিধানসভায় বিল আটকে থাকা বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে উঠেছে। সম্পর্কের এই তিক্ততার কারণেই কি এই সিদ্ধান্ত কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

প্রসন্ন রায়ের নিউটাউনের অফিসে ২১ ঘণ্টা তল্লাশি, ট্রাঙ্ক ভর্তি নথি নিয়ে বের হল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। তার ২১ ঘণ্টা পর বেশ কিছু নথি নিয়ে বের হল ইডি, এমনটাই সূত্রের খবর। তদন্তের শেষে দেখা যায় তিনটি ট্রাঙ্ক ও তিনটি ট্রলিতে ভর্তি করে কাগজপত্র নিয়ে গিয়েছেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, এর মধ্যে বেশ কিছু ব্যাঙ্কের পাস বইও রয়েছে।

বৃহস্পতিবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। তার ২১ ঘণ্টা পর বেশ কিছু নথি নিয়ে বের হল ইডি, এমনটাই সূত্রের খবর। তদন্তের শেষে দেখা যায় তিনটি ট্রাঙ্ক ও তিনটি ট্রলিতে ভর্তি করে কাগজপত্র নিয়ে গিয়েছেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, এর মধ্যে বেশ কিছু ব্যাঙ্কের পাস বইও রয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতিতে 'মিডলম্যান' হিসাবে গ্রেপ্তার হন প্রসন্ন রায়। সদ্য জামিনে ছাড়াও পেয়েছেন তিনি। তাঁরই বিভিন্ন ফ্ল্যাট, বাগানবাড়ি অফিসগুলিতে হানা দেন গোয়েন্দারা। তবে প্রসন্নর ফ্ল্যাট ও বাগানবাড়িতে তদন্ত করার পর চলে গেলেও, তদন্তকারীরা প্রায় ২১ঘণ্টা তল্লাশি চালান তাঁর নিউটাউনের অফিসে। ইডি সূত্রে খবর, প্রসন্নর অফিস থেকে বেশ কিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছেন গোয়েন্দারা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা আটটা নাগাদ সস্ত্রিক অফিসে আসেন প্রসন্ন রায় ও তাঁর স্ত্রী কাজলি সোনি রায়। তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করেন আধিকারিকরা। তল্লাশি চলাকালীন সেখানে উপস্থিত অফিসের কর্মচারীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। যদিও, সাংবাদিকদের সামনে এই বিষয়ে প্রসন্ন বা তাঁর স্ত্রী কেউই মুখ খোলেননি।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া পার্থ চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও ধৃত তৃণমূল বিধায়ক জীবন সাহারও ঘনিষ্ঠ এই প্রসন্ন। তিনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের ঠিকানায় এর আগে সিবিআই তল্লাশি চালালেও এই প্রথম অভিযানে নেমেছে ইডি। বৃহস্পতিবার সাত সকালে ইডি আধিকারিকরা নিউটাউনে অবস্থিত তাঁর অফিসে প্রথমে পৌঁছে গেলেও ভিতরে ঢুকতে পারেননি। প্রায় দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর চাবি খুলে ভিতরে প্রবেশ করেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, প্রসন্ন ঘনিষ্ঠ এক পরিবহণ ব্যবসায়ী রোহিত ঝাঁ এর বাড়িতেও উপস্থিত হন গোয়েন্দারা।

প্রজাতন্ত্র দিবসে ব্লু-লাইনে চলবে ২৩৪ টি মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী শুক্রবার ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস। ছুটির দিন। এই প্রসঙ্গ কলকাতা মেট্রো রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এদিন ব্লু- লাইনে দিনভর ২৩৪টি মেট্রো চালানো হবে। ১১৭টি আপে এবং ১১৭টি ডাউনে। এর মধ্যে প্রথমটি চলবে সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে যে মেট্রোর সময়সূচি জানানো হয়েছে তাতে বলা হয়েছে,

প্রথম পরিষেবা

সকাল ৬৫০ মিনিটে- কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর (কোনও পরিবর্তন নয়)
সকাল ৬৫০ মিনিটে- দমদম থেকে কবি সুভাষ (কোনও পরিবর্তন নেই)
সকাল ০৬৫৫ মিনিটে- দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর (কোনও পরিবর্তন নয়)
সকাল ৭টায়- দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ (কোনও পরিবর্তন নেই)

শেষ পরিষেবা

রাত ২১২৮ মিনিটে- দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ (কোনও পরিবর্তন নেই)
রাত ২১৩০ মিনিটে- কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর (কোনও পরিবর্তন নয়)
রাত-২১৪০ মিনিটে। দমদম থেকে কবি সুভাষ (কোনও পরিবর্তন নেই)
রাত- ২১৪০ মিনিটে। কবি সুভাষ থেকে দমদম (কোনও পরিবর্তন নয়)

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সারমেয়র বিবাহ বার্ষিকী তৃণমূল কাউন্সিলরের! খোঁচা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের পোস্ট নিয়ে হইচই।

বাড়ির দুই পোষ্য। একজন টমি অন্যজন পমি। অভিযোগ, আর তাদেরই বিবাহ বার্ষিকী পালন করলেন তৃণমূল কাউন্সিলর। পার্ক-স্ট্রিটের বাড়ি ভাড়া করে এলাহি আয়োজন করলেন শাসক কাউন্সিলর। বাড়ির সারমেয়র বিবাহ বার্ষিকী চুটিয়ে পালন কলকাতা পুরসভার এক কাউন্সিলর। আর এই ঘটনায় রীতিমত সরব বিজেপি। তবে তৃণমূল কাউন্সিলরের এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ফেসবুকে একটি পোস্ট শেয়ার করছেন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। তাঁর দাবি, তিনি যেহেতু তৃণমূল করেন না তাই তিনি ভাড়া নিয়ে কুকুরের বিবাহ বার্ষিকী করার ক্ষমতা রাখেন না। এখানেও নাম না করে দুর্নীতি প্রসঙ্গ তুলেছেন সজল। তিনি লিখেছেন, 'লক্ষ লক্ষ টাকা খ রচ করে এরকম একটা অভিজাত হল ভাড়া নিয়ে কুকুরের বিবাহ বার্ষিকী করার ক্ষমতা বা মানসিকতা আমার নেই। কারণ আমি তো তৃণমূল করি না।' এ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে তিনি পুরনো দিনের কথা মনে করিয়েছেন। বিজেপি নেতার কথায়, 'আগে বড়লোকরা নাকি বিড়ালের বিয়ে দিত, তাহলে তৃণমূলিরা কেন কুকুরের বিবাহ বার্ষিকী পালন করবে না?' যদিও, বারেবারে সজল এ-ও উল্লেখ করছেন, তিনি এই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে পশুপ্রেমীদের ভাবাবেগে কোনও রকম আঘাত করতে চাননি। বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ আবার বলেছেন,'আগে জমিদাররা পুতুলের বিয়ে দিত। এখন কেউ কুকুরের ডায়ালিসিস করছে, কেউ জন্মদিন পালন করছে। হারামের টাকায় কুকুরের জন্মদিন কেন, ভূতেরও শ্রাদ্ধ হয়। গরিব মানুষ বাড়ি-গ্যাস-শৌচালয় পায় না। আর এই রকম লোকজন টাকা লুঠ করে ফুর্তি করছে।' এই নিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, 'এই বিষয়টি আমার জানা নেই। এই নিয়ে মন্তব্য করব না।'

কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নামল স্বাভাবিকের অনেকটা নীচে
শীতের বৃষ্টি থামবে কবে, প্রশ্ন সকলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেঘলা আকাশ, হাল্কা বৃষ্টি ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া। ঝপ করেই স্বাভাবিকের নীচে নামল কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। শুক্রবার রোদের দেখা না মেলায় শীতের অনুভব হয়েছে তুলনায় বেশি। শীত মানেই ঝকঝকে আকাশ। তার মধ্যে এমন ঝিরেঝিরে বৃষ্টিতে বিরক্ত বঙ্গবাসীর মনে একটাই প্রশ্ন, কবে রোদ উঠবে।

এদিন সকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ছিল ঘন কুয়াশায় মোড়া আকাশ। বেলা বাড়তে সূর্যের দেখা সেভাবে সব জায়গায় মেলেনি। বৃহস্পতিবারের বৃষ্টির জেরে রয়েছে শিরশিরানি হাওয়া। ফলে শুক্রবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রয়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটা নীচে।

শুক্রবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৭ ডিগ্রি কম। তবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে ২ডিগ্রি বেশি ১৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, রাজ্যে প্রচুর জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস প্রবেশ করছে। কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। তবে শনিবার থেকেই মেঘলা আকাশ কাটবে ক্রমশ।

বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে ট্রেড ফেয়ার কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৩৬ তম ট্রেড ফেয়ার। ২২ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত এই ট্রেড ফেয়ার চলবে ইকো-পার্ক ১ নম্বর গেটে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, এনকেডিএ-এর চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, বিধায়ক দেবাসিস কুমার, ইস্টার্ন কম্যান্ডের সেনাপ্রধান সহ আরও অনেকেই।

শুক্রবার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের তরফ থেকে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, এই ট্রেড ফেয়ারে অংশ নেবে দেশি-বিদেশি বহু সংস্থা। প্রয়া ১০০টির মতো স্টল থাকছে এবারের ট্রেড ফেয়ারে। এর

মধ্যে ২০ থেকে ২৫টা স্টল থাকবে বাংলাদেশের, ১০-১২টা স্টল থাকছে থাইল্যান্ডের। এছাড়াও থাকবে মিশর ও টার্কির স্টল। আগামী ২৭ জানুয়ারি থাকছে এমএসএমইদের জন্য বিশেষ একটি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা। সঙ্গে প্রতিদিনই থাকবে নানা ধরনের অনুষ্ঠান।

সম্পাদকীয়

পিজির স্পোর্টস মেডিসিন বিভাগের প্রচার করা খুবই জরুরি

‘পিজিতে তৈরি স্পোর্টস মেডিসিনের আস্ত বিভাগ’ রাজ্যের ক্রীড়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্য ভাল খবর। আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় একটি উদ্যোগের তেমন প্রচার নেই সরকারি তরফে। শুধু কয়েক জন ফুটবল কোচ ঘুরে দেখলেন ব্যাপারটি। এর সুবিধা সব স্তরের খেলার প্রশিক্ষকদের দিলেই সার্থক হবে প্রকল্পটি। ফুটবল খেলিয়ে ক্লাবগুলোর সমর্থন বা সুযোগ নিজেদের ক্লাবের সংস্থান অনুযায়ী যদিও বা কিছুটা খেলোয়াড়রা পান, তা থেকে সাধারণত বঞ্চিত থেকে যান এর বাইরের হতদরিদ্র পরিবারের খেলোয়াড়রা। সারা বছর এবড়োখেবড়ো মাঠ বরাবর দৌড় অনুশীলন করা ওই খেলোয়াড়দের জন্য সিনিয়র স্তরের রাজ্য প্রতিযোগিতা পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয় না। চোট-আঘাতের সমূহ সম্ভাবনা নিয়ে বিনা চিকিৎসায় বা হাতুড়ে টোটকার সাহায্যে অর্ধেক-সুস্থ হয়ে জেলা বা রাজ্যকে পয়েন্ট এনে দেওয়ার লড়াই অচিরেই তাঁদের খেলোয়াড় জীবনে ইতি টানে। একটি চাকরি পাওয়ার আশায় আলপথ দিয়ে শুরু হওয়া খেলোয়াড় জীবনের পরিণতি শেষপর্যন্ত আটকে যায় চাষবাসের কাজে। এই খেলোয়াড়দের সামনে বেশি করে এ সুযোগটি উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন রাজ্যের খেলাধুলার স্বার্থে। তাই, জেলা বা শহরতলির অ্যাথলেটিক্স প্রশিক্ষকদের ডেকে তাঁদের শিক্ষার্থীদের নামে প্রকল্পটি উৎসর্গ করা খুব দরকার, যাতে ডাক্তারি ফি বা চিকিৎসা খরচের বোঝা বওয়ার ভয়ে চিকিৎসা না-নিতে চাওয়া গ্রামগঞ্জের ছেলেমেয়েরা একটি দিশার সন্ধান পায়। অ্যাথলেটিক্সের সার্বিক ও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ পেলে ফুটবল, টেনিস, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, কুস্তি, বক্সিং ইত্যাদি খেলার প্রাথমিক পাঠ ‘শারীরিক সক্ষমতা’ রপ্ত হবে ছেলেমেয়েদের। তার পর বিশেষ খেলার যোগ্য হতে পারবে তারা। ঘটনা হল, স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া-য় সে রকম সুযোগ থাকলেও, অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন মতো তা গ্রাম বা শহরতলির খেলোয়াড়দের কাছে কতটা সুলভ, সরকারি প্রচেষ্টায় সেই চিন্তা দূর করা সম্ভব। তাই পূর্ব ভারতের প্রথম সরকারি স্তরের পূর্ণাঙ্গ স্পোর্টস মেডিসিন বিভাগটির কাজ হওয়া উচিত; সব ক্রীড়া সংস্থার প্রশিক্ষক, প্রাক্তন খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির পরিচালন বোর্ডের সদস্য ডাক্তার ও বিজ্ঞানীদের সামনাসামনি বসিয়ে আলোচনা করা, কী ভাবে এর একশো ভাগ উপযোগিতা পেতে পারেন খেলোয়াড়রা। ঢাকঢোল পিটিয়ে আস্ত একটি বিভাগ খুলেও তা শেষপর্যন্ত যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, তার যথাযথ নজরদারি দরকার।

আনন্দকথা

দপ্তরখানা

উঠানের দক্ষিণে সারি সারি ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্মচারীদিগের থাকিবার স্থান। এখানে খাজাঞ্চী, মুহুরী সর্বদা থাকেন; আর ভাণ্ডারী, দাস-দাসী, পূজারী, রাঁধুনী, ব্রাহ্মণঠাকুর ইত্যাদির ও দ্বারবানদের সর্বদা যাতায়াত। কোন কোন ঘর চাবি দেওয়া; তন্মধ্যে ঠাকুরবাড়ির আসবাব সতরঞ্চি, শামিয়ানা ইত্যাদি থাকে। এই সারির কয়েকটা ঘর পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভাঁড়ার ঘর করা হইত। তাহার দক্ষিণদিকের ভূমিতে মহামহোৎসবের রান্না হইত। উঠানের উত্তরে একতলা ঘরের শ্রেণী। তাহার ঠিক মাঝখানে দেউড়ি। চাঁদনির ন্যায় সেখানেও দ্বারবানেরা পাহারা দিতেছে। উভয় স্থানে প্রবেশ করিবার পূর্বে বাহিরে জুতা রাখিয়া যাইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

অক্ষর প্যাটেল

১৯২৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কমল গুহর জন্মদিন।*
১৯৪৫ *ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের জন্মদিন।*
১৯৯৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অক্ষর প্যাটেলের জন্মদিন।*

জাতির বিকাশে সাহিত্য

তন্ময় কবিরাজ

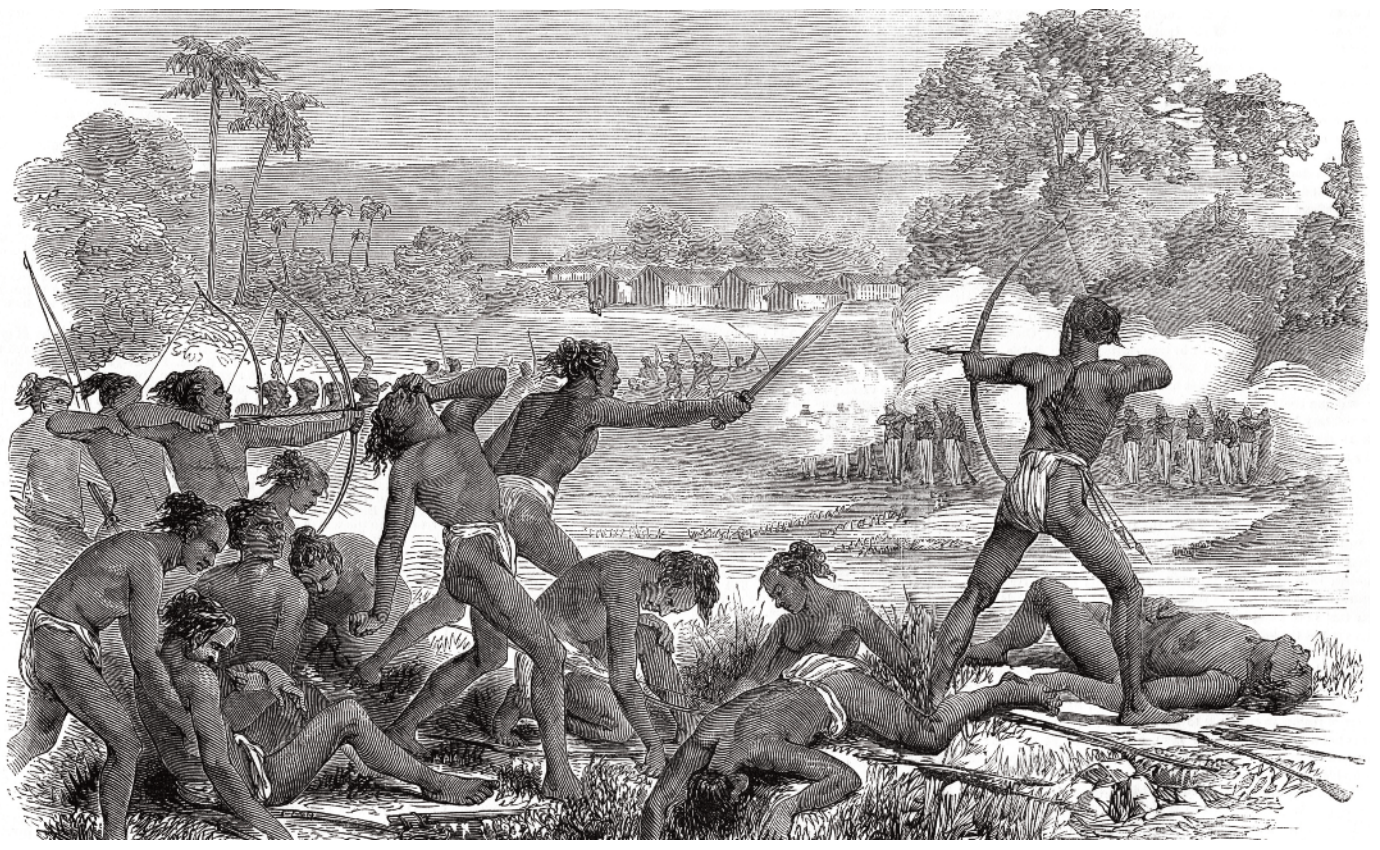

১৮৫৫ সালে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল তা আসলে জাতির সচেতন প্রতিবাদ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক শোষণের পাশাপাশি রয়েছে জাতির মৌলিক মর্যাদায় আঘাত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও সাঁওতালি মানুষরা নিজেদের জায়গা ক্রমশ চাষ যোগ্য করে তুলেছিল। কিন্তু বহিরাগতরা তাও দখল করে নিল। মহাজনদের কামিয়াতি, হারওয়ারি পদ্ধতিতে অত্যাচার। রেলপথ নির্মাণের সময় সাঁওতালি মানুষদের উপর অত্যাচারের কথা ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া রিপোর্টে বর্ণিত হয়েছে। অধ্যাপক কালি শংকর দত্তও মহাজনী শোষণের কথা স্বীকার করেছেন। তবে মিশনারী কর্তৃক ধর্মের উপর আঘাত বা বীর সিংহ মাঝিকে হেনস্থা কিংবা দীঘি থানার দারোগা মহেশলাল দত্ত কর্তৃক গোক্কেকে অপমান সমগ্র সাঁওতাল জাতি মেনে নিতে পারেনি। তারা সেদিন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। যার নেতৃত্ব দেন সিধু, কানু মতো সাহসী নেতা।উল্লেখ্য, প্রতিবাদ হলেও সমগ্র জাতির যে সচেতনতা ছিল সেটা কিন্তু বলা যাবে না। বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী মানুষের প্রচেষ্টায় বিকাশ ঘটতে শুরু করে। কেউ ভাষার জাগরণ, কেউ জাতির ঐতিহ্য তুলে ধরে নতুন প্রজন্মের কাছে জাতীয়তাবোধের আলো জ্বালাতে চেয়েছিলেন। আসলে প্রাথমিক পর্যায়ে সাঁওতালি জাতির কোনো বর্ন ,সাহিত্য ছিল না। অনেকেই তাই অনুবাদকেই হাতিয়ার করেছিলেন। সারদা প্রসাদ, জবা মূর্মু যেমন রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী অনুবাদ করেন, তেমনি রূপচাঁদ হাঁসদা ২০১৮সালে শক্তি চট্টোপধ্যায়ের যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো সাঁওতালি ভাষায় অনুবাদ করে (দারেয়াক আন মেনখান চেদাক) সাঁওতালী ভাষায় সাহিত্য আকাদেমি পুরুস্কার লাভ করেন। তবে চেতনার বিকাশে যার গুরুত্ব ইতিবাচক নয়। বিদ্রোহের পরেই মহারথী বলতে মাঝি রামদাস টুডু, বাকিদের আবির্ভাব প্রায় চল্লিশ বছর পরে। সচেতনতার অভাবে আর্থ সামাজিক বিকাশও থেমে গেছে, যার উল্লেখ রয়েছে শ্যাম বেসরার মারম উপন্যাসে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের বিশ্ব তদন্ত শীর্ষক রিপোর্টে বলেছেন, আদিবাসীদের মধ্যে খাদ্যাভাব রয়েছে। ২০১২সালে প্রকাশিত ওয়ার্কিং গ্রুপ ইন হিউম্যান রাইটস ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউনাইটেড নেশনস এর তথ্য বলছে, ভারতে স্বাধীনতার পর থেকে ২০০৪সাল পর্যন্ত সাড়ে ছ কোটি মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে যার ৪০শতাংশ আদিবাসী। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু তাই আবেদন করেন, সাঁওতালী ভাষায় এমন বই লিখতে হবে যাতে নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে।

সাঁওতালী সম্প্রদায়ের মৌলিকতাতে লুকিয়ে প্রাচীণ ভারত তথা বাংলার ঐতিহ্য, আদিম সংস্কৃতি, যে ভাবধারার স্রোতে মিশে গেছে জীবনের সব রঙ। সহরাই, বাহা, পাতা উৎসবে জড়িয়ে আছে তাদের জীবন যাত্রা।রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক মানুষ এসেছে কিন্তু জাতীর বিকাশে তাঁদের যথার্থ ভূমিকা তেমন ছিল না। চুরকা মূর্মু বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে শহীদ হন। পরবর্তীকালে সুকুমার হাঁসদা, দেবলীনা হেমব্রম, উমা সরেন, খগেন মূর্মুরা এসেছেন। ১৯৮৪সালে উমা সরেন প্রথম সাঁওতালি মহিলা যিনি লোকসভার সদস্য হোন এবং একই সঙ্গে ইনার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নে সাঁওতালী ভাষায় বক্তব্য রাখেন। জাতির বিকাশে যাকে প্রথম হাত লাগাতে দেখা যায় তিনি মাঝি রামদাস টুডু।তিনি প্রথম মানুষ যিনি চলমান জীবনকে লিপিবদ্ধ করার কথা উপলব্ধি করেন। পরে, রাম চাঁদ মূর্মু ও সারদা প্রসাদ মজ দাঁদের আঁক লিপি চালু করেন। যদিও পণ্ডিত রঘুনাথ মূর্মু ১৯২৫সালে অলচিকি ভাষার প্রচলন করেন।১৯৩৮সালে ছাপার জন্য কাঠের মেশিন তৈরি হয়। তারপরেই সাহিত্যে এক ব্যাপক বিবর্তন ঘটে। ১৮৯৪সালে সাঁওতালী জীবন ও আচার আচরণ সম্পর্কে মাঝি রামদাস টুডু লেখেন খেরোয়াল বঙ্গসা ধরম পুঁথি, যা সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রশংসা করেন। উল্লেখ যে, রাম চাঁদ জনজাতির মধ্যে নিজেদের ঐতিহ্য বোঝাতে চেয়েছিলেন। নতুন প্রজন্মের কাছে জাতির আদর্শ প্রচার করেন। আলবেরুনী একবার বলেছিলেন, হিন্দুরা ইতিহাস রচনায় উদাসীন। সাঁওতালী সাহিত্যের সুন্দর ইতিহাস সেভাবে লেখা হয়নি। মাঝি রামদাসের অনেক বছর পরে আসেন সাঁওতালী ভাষার কবিগুরু রাম চাঁদ মূর্মু।

সাঁওতালী সাহিত্য ও চেতনার বিকাশে পণ্ডিত রঘুনাথ মূর্মু ও সারদা প্রসাদ দুই মেরু। শিশুদের জ্ঞান বিকাশের পাশাপাশি ব্যাকরণ, গান, নিজ জাতির আখ্যান লেখেন রঘুনাথ মূর্মু। শিশুদের জন্য লেখেন অলচে মেড, শিশু গণিতের জন্য এলখা।তিনি রণক নামক ব্যাকরণ বই, লকচার নামে গানের বই, হিতাল নামের একটা মহাকাব্য লেখেন। তাঁর কাজ ও চিন্তার ব্যাপ্তি ছিল অনেক। অস্থির রাজনৈতিক সময়ের অন্তরালে তিনি নিরবে কাজ করে গেছেন। ভাবাবেগের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বাস্থ্য দর্শন বিষয়েও তিনি জোর দিয়েছেন। তাঁর দর্শন চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে বাঁখের লেখাতে। তিনি মনে করতেন, চেতনার বিকাশ করতে হলে সাহিত্যের বিকাশ দরকার। তাঁর নাটক দারে গে ধনে উঠে এসেছে স্বাস্থের কথা। তাঁর বর্ন পরিচয় অল উপরুমের পাশাপাশি সহজে ইংরেজি শেখার জন্য তিনি লেখেন পারসি ইতুন। তাঁর কাব্য হিতলিও, বাহ সেরেঞ্চ জনজীবনের দলিল। চারুলাল মুখোপাধ্যায় তাঁর ইতিবাচক সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে, সারদা প্রসাদ কিস্কু দমকা হাওয়ায় মত আঘাত করেছেন জীর্ণ সমাজে। এ যেন জর্জ বার্নার্ড শ। তিনি মনে করতেন, নিজের ভাষাই শিক্ষার বাহন তাই ভাষাকেই বহন করতে হবে।তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ডাক দেন লাহা হর রে (এগিয়ে চলার গান)। নরসিংহ হেমব্রমের নাহার সেরেঞ্চ পুঁথি ও রাম চাঁদ মূর্মুর সরিধরম সেরেঞ্চ পুঁথি সারদা প্রসাদকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করে। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন,সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে। নিজেকে চিনতে না পারলে জাতিকে চেনা যায় না। সমাজ সংস্কারে মন দিয়েছেন। কথার থেকে কাজে বেশি বিশ্বাস করতেন। তাঁর বহুমুখী সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে গিদরা বাউলি, ভূরকা ইপিল, গান গোদার। তাই সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁকে সাঁওতালী ভাষায় প্রথম কবি বলে সম্মানিত করেছেন।

সাঁওতালী সাহিত্যের বিকাশে গতি প্রবল না হলেও চেস্টা কিন্তু রয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা নিয়মিত কাজ কর্ম করে যাচ্ছে। ধীরেন্দ্র নাথ বস্কে গলমারাও পত্রিকার, অর্জুন চরণ হেমব্রম চাই চম্পা, বাহা বঙ্গা পত্রিকার, যদুমনি বেসরা ফাগুন কোয়েল পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে সাঁওতালী সমাজের গণ সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখকরা শুধু বাংলা বা ইংরেজী ভাষাকেই গ্রহণ করেননি। রূপচাঁদ হাঁসদা কন্নড় ভাষার প্রবাদ প্রবচন তিনি সাঁওতালী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি মনে করতেন, ক্ষ্মঅনুবাদ করলে অনেকেই উপকৃত হবে।ক্ষ্মআসলে নিজ সাহিত্যের পাশাপাশি বাইরের লেখা পড়লে ঘরে বাইরের সম্পর্ক আরও গভীর হবে। সম্প্রতি টুরিয়া চাঁদ বাস্ককে জবা বাহার জন্য, অর্জুন চরণ হেমব্রম চাঁদা বাঙা কাব্যগ্রন্থের জন্য, যদু মনি বেসরা ভাবনা কাব্যের জন্য সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। শুধু সাহিত্যিক নয়,চাকুরীজীবী, আইনজীবিরাও কাজ সামলে দক্ষতার সঙ্গে সাহিত্যে মনোনিবেশ করছেন। আইনে ডিগ্রি প্রাপ্ত জবা মূর্মু। বাহা উমুল নামক কাব্যগ্রন্থ, বেউড়া নামক গল্পের পাশাপাশি তিনি ওলন বাহা লেখার সুবাদে ২০১৭সালে শিশু বিভাগে সাহিত্যে অ্যাকাডেমি পুরস্কার অর্জন করেছেন। জাতির বিকাশে রথীন কিস্কু এমন এক নাম তিনি তাঁর গানে বাউল আর সাঁওতালী সংস্কৃতিকে মিশিয়ে দিয়েছেন। গুরু অভয় ভট্টাচার্য্য, নিতাই দাস বাউল, দিলীপ কর্মকারের কাছে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। কবি বাসুদেব হাঁসদা লিখেছিলেন, ‘আমার বলার ছিল কিন্তু বলতে পারি নি/আমার হাসার ছিল কিন্তু হাসতে পারিনি।’

জাতির বিকাশে সাহিত্যে অগ্রগতি দরকার। অনুবাদের পরিবর্তে নিজ জাতির গৌরব তুলে ধরতে হবে লেখায়। ইচ্ছার অভাবের সঙ্গে রয়েছে আর্থ সামাজিক কারন। তবে বিশ্বাসের সঙ্গে সব প্রতিবন্ধকতা জয় করতে হবে। চেতনার বিকাশ না হলে জাতির মধ্যে অধিকার বোধ জন্মাবে না, শোষণ থেকে যাবে চোরাবালির মত। কবি বাসুদেব হাঁসদা আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, ‘তোমার ভাষা যদি সাহিত্যের আয়না হয়ে উঠতো?/... নিজেকে গভীরভাবে চিনে নেওয়ার আশায় দিন গুনতাম।’

রাজ্যের অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের প্রতি বৈষম্য মেটাতে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ও রাজ্য সরকারের নজরদান আবশ্যক

শুভজিৎ বসাক

চিঠির শুরুতেই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। বিষয়টি বলার আগে সংক্ষেপে একটু বলতে চাই, আপনারা যথাসাধ্য রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নীত করার তাগিদ ও প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন যা নিঃসন্দেহ, যার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে রাজ্যে প্যারামেডিকেল কোর্স তথা মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট বিভাগকে দেশের মধ্যে এক অনন্য জায়গায় তুলে এনেছেন, যা সারা দেশে অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এর সমস্ত কৃতিত্বই আপনাদের প্রাপ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের এ এক অনন্য মিলন ঘটেছে স্বাস্থ্য পরিষেবায়।

এবারে বলতেই হয়, কয়েকবছর আগে অবধি স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে কেবলমাত্র চিকিৎসক ও নার্সিং পরিষেবায় যুক্ত মানুষদেরই চিহ্নিত করা হতো। তারপরে চিকিৎসা পরিষেবার প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রতি তাগিদ অনুভব করে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট বিভাগকে উন্নীত করার এহেন প্রয়াস অনবদ্য কারণ চিকিৎসা পরিসরে আধুনিকীকরণকে নিয়ন্ত্রণ করা চিকিৎসক বা নার্সিং পরিষেবায় যুক্ত মানুষদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেটি প্রযুক্তির অন্তর্গত তাই তাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট বিভাগের অগ্রগতি অনস্বীকার্য হয়ে পড়েছে। আমাদের রাজ্যে এখন সর্বমোট পনেরোটি মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট বিভাগে পঠনপাঠন করানো হয়। সরকারী ও বেসরকরী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং সাধারণ প্যারামেডিকেল কলেজ মিলিয়ে সর্বমোট ৫০ টি জায়গায় এখন এই কোর্সগুলো পড়ানো হয়, যার মধ্যে সর্বশেষ সংযুক্তিকরণ হল B.Sc in Central sterilization and infection control বিষয়ভিত্তিক পাঠব্যবস্থা। আগে শুধুমাত্র ল্যাবরেটরি মেডিক্যাল টেকনোলজি বিভাগে পঠনপাঠন করানো হলেও আস্তে আস্তে প্রযুক্তির অন্তর্গত হতে থাকে সমগ্র চিকিৎসা পরিসর তাই প্রতিটি বিভাগ যেমন অপারেশন থিয়েটার, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, পারফিউশন, রেডিও ইমেজিং (যেখানে Xray– USG– Echo ইত্যাদি করানো হয়), ফিজিওথেরাপি ইত্যাদিতে আলাদা আলাদা করে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপরে গ্র্যাজুয়েট ও প্রশিক্ষিত টেকনোলজিস্ট নিয়োগ হতে থাকে এতে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কাজ সুনির্দিষ্ট করা হয়, একের বোঝা অন্যের ওপরে চাপে না, মসৃণ ভাবে পরিসর অগ্রগতির মুখ দেখে। এরা নার্সিং বিভাগের সমতুল্য অর্থাৎ গ্রুপ বি শ্রেণীভুক্ত কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি ক্যাডারভুক্ত, যারা শুধুমাত্র হাসপাতালের সুপার ও অপারেশন থিয়েটার বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের অধীনে থেকে সরাসরি স্বাস্থ্য ভবন ও হাসপাতাল সুপারের সাথে যোগাযোগ মাধ্যমের সেতু হিসাবে কাজ করবে এবং এতে সুশৃঙ্খল ভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা চলে এটাই সরকারের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় যা অতি আধুনিক। নার্সিং বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন তারা কখনই নয়, কিন্তু সুসম্পর্ক আবশ্যক। অনেকেই একে নার্সিং ক্যাডারের বা তার অধীন ক্যাডারভুক্ত ভেবে ভুল করে থাকে যা মূল বিষয়টির কর্মদক্ষতাকে আড়াল করে দেয়, যা সরকারের পরিকল্পিত ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চিন্তাধারা।

২০২০ সালের পরে সম্প্রতি আমাদের রাজ্যে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যে আগে বাকি মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট বিভাগে নিয়োগ চালু থাকলেও এই পদে নিয়োগ দ্বিতীয়বার সম্পন্ন হল। অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট বিভাগের মূলতঃ কাজ অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের কাজে অ্যানাস্থেসিস্টকে সহায়তা করা, অপারেশন থিয়েটারের সমস্ত যন্ত্রপাতির হিসাব রেখে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে তার তদারকি করা এবং হাসপাতালের সুপারের কাছে অপারেশন থিয়েটার বিভাগের প্রযুক্তি উন্নয়নের চোখ হয়ে ওঠা। হাসপাতালে অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের প্রতি বড়ই অবমাননা করা হয়, সাধারণত সমস্ত বিভাগের চিকিৎসকেরা তাদের সহযোগী পেলেও অ্যানাস্থেসিস্ট কোনও সহায়ক পান না। আবার ছোট বা বড় যেকোনও সার্জারি করতে গেলে অ্যানাস্থেসিয়া ব্যতীত তা অসম্ভব। আবার মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচাতে সেই বিভাগের কাছে রোগীকে অনেকে ঠেলে দিলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে অসহায় বোধ করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত রোগীর দায় তাঁর ওপরে বর্তে আভ্যন্তরীণ প্রতিটি পরিসর গা বাঁচায়। বিভিন্ন মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়ে ওঠে এবং অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের তাঁদের সহায়ক ভূমিকা নির্ধারণে নিয়োগ করতে থাকে। অর্থাৎ এরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের চোখ হয়ে উঠতে বদ্ধপরিকর সেটি তাদের পঠনপাঠনের বিষয়টি দেখলেই বোঝা সম্ভব।

বিপত্তিটা আসে এখানেই। রাজ্য সরকার ও স্বাস্থ্য ভবন কর্তৃক নিয়োজিত অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের কর্মপদ্ধতি ও যোগ্যতা সম্পর্কে একপ্রকার না জেনেই বিভিন্ন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের নার্সিং বিভাগের অধীন মনে করে তাদের দিয়ে সরকার পরিকল্পিত ভাবনার বিপরীত কাজ করতে নির্দেশ দিচ্ছে বা বাধ্য করছে। আবার কোথাও তাদের দিয়ে অস্থি ও স্নায়ু সার্জারিতে এক্সরে দেখাতে অপারেশন থিয়েটার বিভাগে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, আবার কোথাও বীজাণুকরণ অর্থাৎ অটোক্লেভে যুক্ত করানো হচ্ছে। এটি সম্পূর্ণ অনৈতিক যেখানে সরকার কর্তৃক উক্ত বিভাগগুলোতে পূর্বেই কর্মী নিয়োগ রয়েছে এবং যা তাদের আওতাভুক্ত নয় সেই কাজ করানো সরকারের নির্দেশের অবমাননা করা। তাদের শ্রমদক্ষতাকে ভুল খাতে ব্যবহার করা হয়ে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় ২০১৫-১৬ সালে ভারত সরকারের অধীন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের কর্ম বিবরণীর কথা। যেখানে স্পষ্ট করে তাদের কর্ম বিবরণীতে নির্দেশ করা রয়েছে, তাদের প্রশিক্ষিত টেকনোলজিস্ট বিভাগের অন্তর্গত হতে হবে এবং টেকনোলজিস্ট বলতে হবে, কখনোই টেকনিশিয়ান নয় এবং তাতে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগ ও অপারেশন থিয়েটার সম্পর্কিত প্রযুক্তির সহায়ক হয়ে উঠতে হবে স্পষ্টত নির্দেশ দেওয়া আছে। শুধু তাই নয়, যোগ্যতার নিরীখে এই বিভাগে উচ্চতর পদে আসীন হওয়াও তাদের আওতাভুক্ত। এক্সরে চালানো এবং ওটিতে রেডিওলজি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত কাজ, অটোক্লেভ করা, নার্সিং বিভাগের আওতাভুক্ত করা এগুলো ভারত সরকার নির্দেশিত পূর্ব নির্ধারিত কর্মবিবরণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা, স্বাস্থ্য সচিব প্রমুখদের কাছে স্বাস্থ্য পরিসরের এই গুরুতর বিষয়টি প্রতিস্থাপন করে দ্রুত এই রাজ্যে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের তাদের পরিসরে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়ার বিধি বলবৎ করা হোক এবং এই মর্মে সরকার যে পূর্ব নির্ধারিত ভাবনা নিয়ে স্বাস্থ্য পরিসরে তাদের নিয়োগ করেছে সেই মর্মে একটি কর্ম বিবরণী প্রকাশ করে অন্যান্য মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট বিভাগের মত এই বিভাগটির প্রতিও আস্থা দেখানো হোক যা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে এবং রাজ্য সরকারের অজান্তে তাদের প্রতি গড়ে ওঠা বৈষম্যের বিচ্ছেদ ঘটুক এই আশাই রাখি।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৫০ বছর পূর্তি ঘিরে বিতর্ক, ক্ষোভ

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

পুরুলিয়ার সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৫০ বছর পূর্তির উদ্বোধনে এলাকার বিধায়ক থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান সহ জনপ্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে ডাক পাননি না বলে অভিযোগ। আর এই নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

এলাকার তথা সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র লাগোয়া রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের আগুইটাঁড় গ্রামের বাসিন্দা বিজেপি বিধায়ক নদিয়ারচাঁদ বাউরি এদিন সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, 'এই সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পুরোটাই তার বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের জমিতে গড়ে উঠেছে। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কোনও সমস্যা দেখা দিলেই ছুটে যাই ও সমাধানের চেষ্টা করি রাজনীতির বাইরে থেকে। কিন্তু আজ খুব মর্মাহত যে সেই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৫০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে ডাক পেলাম না একজন বিধায়ক হয়েও। এই অনুষ্ঠানের জন্য তিন কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে শুনেছি। আমি আভাস পাচ্ছি সেই টাকা চুরি করতেই বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে ডাকা হলেও এলাকার জনপ্রতিনিধিদের

ডাকা হয়নি।'

তাঁর আরও অভিযোগ, বিজেপি দলের বিধায়ক হওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ হয়তো জানানো হয়নি। কিন্তু শাসক দলেরই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থেকে প্রধান, জেলা পরিষদের সদস্যদের থেকে জনপ্রতিনিধিদের ডাকা হয়নি। তাই এটাই পরিষ্কার এলাকার জনপ্রতিনিধিদের আড়াল করে রেখে এই আয়োজনের জন্য বরাদ্দ অর্থ চুরি করার জন্যই তাঁদের ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন এলাকার বিধায়ক নদীয়ারচাঁদ বাউরি।

অন্যদিকে রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের শাসকদলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিম্পা চক্রবর্তী ও সহ-সভাপতি গৌরাঙ্গ বাউরির দাবি, তাঁরাও খুবই মর্মাহত যে এদিন তাঁদের পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যেই অবস্থিত সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি, অথচ সেই কেন্দ্রের ৫০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেলেন না। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আপদে বিপদে তাঁদের ছুটে যেতে হয়। এর রহস্যের কারণ জানতে চাওয়া হবে সাঁওতালডিহি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কাছে।

রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকে চেলিয়ামাতে একটি অনুষ্ঠানে এসে এদিন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতোর দাবি, 'বিষয়টি জানা নেই।' খোঁজ নেব। তবে এটা উচিত নয়।' উল্লেখ্য, শুক্রবার বিকেলে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৫০ বছর পূর্তির ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আর এক মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো সহ বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তারা।

পুরুলিয়ার সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির ১৯৭৩ সালের ১৫ অক্টোবর উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন দেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। যে জায়গায় এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত, সেটা পুরোটাই রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মধ্যে।

লোকসভার আগে বর্ধমানে প্রশাসনিক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী, শুরু তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: আর কয়েক মাসের মধ্যেই রাজ্যে লোকসভার ভোট। আর তার আগে বর্ধমানে প্রশাসনিক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসন ও তৃণমূল সূত্রে খবর, সম্ভাব্য আগামী ২৪ জানুয়ারি বর্ধমানের গোদার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা। সভা থেকে তিনি প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি জেলার একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন বলে জানা গিয়েছে। এ নিয়ে জেলা প্রশাসনের কর্তাদের পাশাপাশি শাসক শিবিরের নেতা, মন্ত্রীরাও জোরদার তৎপরতা শুরু করে দিয়েছেন।

নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সভার খবর আসার পরেই সভাস্থলের মাঠ পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। পাশাপাশি জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি দফায় দফায় বিভিন্ন দপ্তরকে নিয়ে বৈঠকও করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কী ভাবে অনুষ্ঠানটিকে সাজানো যায়, তা নিয়েও শলা পরামর্শ করা শুরু করে দিয়েছেন জেলার প্রশাসনিক কর্তারা। একই ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় লক্ষাধিক মানুষকে সমাবেত করতেও শাসক শিবির প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, ২৪ জানুয়ারি প্রশাসনিক সভা করতে মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমানে আসছেন বলে বার্তা এসেছে। সেই সভাকে ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রায় একবছর পরে মুখ্যমন্ত্রী ফের জেলায় আসছেন। তাঁকে দেখতে ও তাঁর কথা শোনার জন্য প্রচুর মানুষ গোদার মাঠে ভিড়ও করবেন। তাঁরা যাতে সুষ্ঠু ভাবে সভায় সমবেত হতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভার পর দিন অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি কলকাতায় পুরমন্ত্রীর কাছে সশরীরে কালনা পুরসভার চেয়ারম্যান সহ ১৭ জন কাউন্সিলরের হাজিরার ডাক প্রসঙ্গে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, এমনই বার্তা এসেছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর বর্ধমানে প্রশাসনিক সভার পর দিনই বৈঠকটি করা সম্ভব হবে না কি পিছিয়ে যাবে, সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভার পরদিনই কালনা পুরসভার চেয়ারম্যান সহ সকল কাউন্সিলরদের পুরমন্ত্রী কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছেন। তা নিয়ে কালনার রাজনৈতিক মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, কালনা পুরসভা তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকলেও, চেয়ারম্যান আনন্দ দত্তকে দলের বাকি ১৬ জন কাউন্সিলর কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। এ নিয়ে অশান্তির জেরে মাঝে মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে কালনা পুরসভা। যা

দেখে উল্লাসে ফেটে পড়েন একমাত্র বিরোধী কাউন্সিলর। এখন চেয়ারম্যানের সঙ্গে কাউন্সিলরদের সংঘাতের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছে বলে দাবি। আনন্দ দত্তকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরাতে কাউন্সিলরদের সই করা অনাস্থাপত্র ইতিমধ্যেই মহকুমা ও জেলা প্রশাসনের কাছে জমা পড়ে গিয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটিয়ে দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতেই পুরমন্ত্রী তলব বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এ নিয়ে অবশ্য কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। তাদের দাবি, এতে গেরুয়া ঝড় ধেয়ে আসার দাপটের বার্তা পেয়ে ঘর গোছানোর মতো ব্যাপার। তবে লাভ কিছু হবে না। লোকসভা ভোটে গেরুয়া ঝড়ে এই বঙ্গের ঘাসফুল শিবির লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবেই।

ফাইল চিত্র।

আদালত চত্বরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বিচারপতি সহ প্রশাসনিক কর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: আদালত চত্বরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বিচারপতি সহ প্রশাসনিক কর্তারা। আদালত চত্বরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দোকানপাট থেকে শুরু করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যানবাহনের কারণে সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে রাস্তা। যার ফলে সমস্যায় পড়ছেন আদালতে আসা মানুষেরা। এছাড়াও আদালতের নিরাপত্তাজনিত বিষয় শুক্রবার ঘুরে দেখলেন বনগাঁ আদালতের বিচারপতি সহ প্রশাসনিক কর্তারা। মাঝে মধ্যেই শোনা যায় আদালত চত্বর থেকে মোটরসাইকেল ও সাইকেল চুরির ঘটনা। পাশাপাশি বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠ কয়েক মাস আগে অভিযোগ করেছিলেন আদালত চত্বরে জাল জন্ম শংসাপত্র থেকে বিভিন্ন জাল নথি তৈরি করা হচ্ছে। এই সমস্ত দিক মাথায় রেখে বনগাঁ আদালতের নিরাপত্তা যাতে আরো বেশি কঠোর হয় সেই নিয়েও আলোচনা করা হয় এদিন। বনগাঁ লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সমীর দাসের কথায় বনগাঁ আদালত চত্বরে বিক্ষিপ্তভাবে দোকান পাট ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং পার্কিংয়ের ব্যবস্থা না থানার কারণে যানবাহনগুলোও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে যার ফলে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এছাড়াও আদালতের নিরাপত্তা যাতে আরো কঠোর করে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো ও একজন নিরাপত্তারক্ষী কর্মীকে রাখা যায় তাহলে আদালত চত্বর সুরক্ষিত থাকবে। তিনি এও বলেন, এই সমস্ত দাবি আমরা জানিয়েছিলাম পুরসভাকে এবং পুরসভা সেই কথাই সাড়া দিয়ে উদ্যোগী হয়েছে। এই নিয়ে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, আমরা পুরসভার পক্ষ থেকে দোকানদারদের এক জায়গায় করে পুনর্বাসন দেব, পাশাপাশি যানবাহন পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও করব। আদালতের নিরাপত্তার বিষয়ে তিনি জানান, আগামী দিনে পুরসভার পক্ষ থেকে কর্মী নিয়োগ করা হবে। এতে করে যারা আদালতে আসবেন গেট থেকে প্রবেশ করার আগেই তাদের নাম এবং তাদের যেকোনো পরিচয়পত্র জমা দিয়ে ভেতরে ঢুকবেন এবং সিসিটিভি লাগানোরও ব্যবস্থা করা হবে।

আদিবাসীদের বাদ ও তৃণমূলের লোকেদের কাজের অভিযোগ, প্রতিবাদে কারখানায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: তৃণমূলের সঙ্গে যুক্তদের কাজে যোগদান করানো হলেও এলাকার বেকার আদিবাসী যুবকদের না নেওয়ার অভিযোগ। প্রতিবাদে কারখানার গেটের সামনে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিক্ষোভে বসলেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। শুক্রবার সকাল থেকে কাঁকসার আকন্দরা এলাকার একটি বেসরকারি গ্যাস উত্তোলন সংস্থার গেটের সামনে ভারত জাকাত মাঝি পরগনার পক্ষ থেকে কারখানার গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

তাঁদের অভিযোগ, তৃণমূলের সঙ্গে যুক্তদের কাজে যোগদান করানো হলেও এলাকার বেকার আদিবাসী যুবকদের কাজে নেওয়া হচ্ছে না। এই দাবিতে তাঁরা কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপশি মলানদিঘি থেকে দুর্গাপুর যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। যতক্ষণ না তাঁদের দাবি মানা হবে, ততক্ষণ তাঁদের আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। যদিও কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্তর দাবি, বিষয়টি তিনি খোঁজ নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বৃষ্টিতে সমস্যা, মাঠেই গর্ত, জল ভূগর্ভস্থ করার ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা পাত্রসায়ের ব্লকের চরগোবিন্দপুর শঙ্খ সাধের উদ্যোগে গ্রামীণ মকর মেলা। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে গ্রামের শুরু হয়েছে মেলা, মেলার তৃতীয় দিনে কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছে গ্রামবাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়া যাত্রা অনুষ্ঠান। তার আগে তুমুল অকাল বৃষ্টি, লণ্ডভণ্ড মেলার মাঠ, মেলার মাঠে হাঁটু জল, মাঠ থেকে জল কী ভাবে সরাবেন ভেবে কুল পাচ্ছিলেন না মেলা কমিটি, এমতবস্থায় মাঠেই গভীর গর্ত করে ভূগর্ভে জল পাঠানোর প্রাণপণ চেষ্টা মেলা কমিটির সদস্যদের, যাতে করে নির্বিঘ্নে যাত্রা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা যায়। যদিও শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র বৃষ্টির জন্য তাদের সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হয়।

বাসস্ট্যান্ড সংস্কার না হওয়ায় লোকসভা ভোটের আগে ক্ষোভ খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: লোকসভা ভোটের আগে ব্যাপক ক্ষোভ বাড়ছে খানাকুলের বন্দর এলাকায়। ২০২১ সালের বন্যায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বন্দর বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে গোটা খানাকুল। প্রায় তিন বছর পাড় হয়ে গেলেও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাসস্ট্যান্ডের কোনও সংস্কার না হওয়ায় দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন

কয়েক হাজার মানুষ। জানা গিয়েছে, প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে খোলা আকাশের নিচে অপরিছন্ন অবস্থায় চলছিল দুই জেলার কয়েক হাজার মানুষের বন্দর বাসস্ট্যান্ড। তার উপর বন্যায় পুরোপুরি বন্দর বাসস্ট্যান্ড ধ্বংস স্তূপে পরিণত হলেও এখনও পযন্ত সংস্কার না হওয়ায় দুর্ভোগ ও স্থানীয়দের ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। স্থানীয়দের দাবি, প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু মাথার ওপর ছাদ তৈরি হয়নি এবং বাসস্ট্যান্ড ও ব্রিজ সংস্কার হয়নি।

এক বছরেরও বেশি ধরে বন্দর বাসস্ট্যান্ডে বাস সহ ভারী যানবাহন প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে ব্যাপক সমস্যায় গোটা এলাকার মানুষ। বাস্ট্যান্ড থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত যোগাযোগ সেই পায়ে হেঁটে। এলাকায় পণ্যবাহী গাড়ি না যাওয়ার কারণেও ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে দাবি। প্রায় তিন বছর আগে রূপনারায়ণের বাঁধ ভেঙে ধ্বংসলীলা চলেছিল খানাকুলের ধান্যঘোড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায়। একের পর এক রাস্তা, ঘাট, বাড়ি ঘর ভেঙে পড়েছিল। লন্ডভন্ড হয়েছিল বন্দর বাসস্ট্যান্ড চত্বরেও। বাসস্ট্যান্ডের মাঝামাঝি তলিয়ে গিয়ে ছোট খালের আকারে পরিণত হয়েছিল। বাস্ট্যান্ড ঢোকার আগে পারাপারের ব্রিজটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে যেই ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছিল এখনও একই ভাবে রয়েছে। অথচ রূপনারায়ন নদী পেরিয়ে মেদিনীপুর জেলার কয়েক হাজার মানুষ এই বাসস্ট্যান্ডে এসে বাস ধরে। অন্যদিকে হুগলি জেলারও কয়েক হাজার মানুষ রোদ জল মাথায় নিয়ে বাস ধরতে বন্দর বাসস্ট্যান্ডে আসে। খানাকুল পঞ্চায়েত সমিতি ও হুগলি জেলা পরিষদের টানাপোড়েনে বাসস্ট্যান্ডের সংস্কার কাজ অধরা। যদিও আরামবাগ মহকুমা শাসক সুভাষিনী ই জানিয়েছেন, সব কিছু খতিয়ে দেখে ওই দপ্তরে জানানো হয়েছে। অনুমোদন পেলেই খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে। তবে কাজ না হওয়ায় জন্য তৃণমূলকে দায়ী করেছেন বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ।

তার দাবি, তৃণমূলের নেতারা লুটেপুটে খেতে ব্যস্ত। উন্নয়ন হবে কি করে? কাজ করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছে তৃণমূল নেতারা। এখন দেখার এলাকার মানুষের স্বার্থে স্থানীয় প্রশাসন বাসস্ট্যান্ড তৈরি করে কিনা না।

আজও দারকেশ্বরের পাড়ে মাজার মেলায় হিন্দু-মুসলিমকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: একটাই দেবালয়, একটাই সমাধি। সেই সমাধিতেই মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ চাদর চড়ান পীর জ্ঞানে, হিন্দুরা পুজো দেন নারায়ণ রূপে। ফি বছর ৩ মাঘ এলে এই দেবালয়কে ঘিরেই শুরু হয় লক্ষ মানুষের মেলা। যে মেলা সাড়ে তিনশো বছর ধরে মিলিয়ে দেয় হিন্দু-মুসলিম হাজার হাজার মানুষকে। বাঁকুড়ার দারকেশ্বর নদের পাড়ে থাকা সুপ্রাচীন গ্রাম বীরসিংহপুরের মাজার ও তাকে কেন্দ্র করে বসা মেলাকে ঘিরে আজও উন্মাদনায় মেতে ওঠেন হাজার হাজার হিন্দু-মুসলিম মানুষ।

মন্দির-মসজিদ বা টিকি দাড়িতে আর যাই হোক না কেন, বাঁকুড়ার বীরসিংহপুর গ্রাম যেন এক ভিনগ্রহের এলাকা। একসময় দারকেশ্বর নদের পাড়ে থাকা এই গ্রাম ছিল প্রখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। বণিকরা এই গ্রামের তাঁতিদের হাতে তৈরি বিশ্বমানের বস্ত্র বোঝাই করে

দারকেশ্বরে বজরা ভাসাতেন। আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে এসে হাজির হন ইসলাম ধর্ম প্রচারক নিরগিন শাহা বাবা।

স্থানীয়দের দাবি, মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ছিল তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা। এই গুণের জন্য অল্প সময়েই হিন্দু প্রধান ওই এলাকায় বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন নিরগিন শাহা বাবা। একসময় ওই গ্রামেই নিরগিন শাহা বাবার মৃত্যু হলে তাঁর সমাধিস্থলে গড়ে ওঠে একটি মাজার। হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই অত্যন্ত জনপ্রিয় নিরগিন শাহা বাবার মাজার হয়ে ওঠে পবিত্র দেবালয়। সারা বছর দারকেশ্বরের তিরে একান্তে এই মাজার পড়ে থাকলেও, ৩ মাঘ যেন হঠাৎ জেগে ওঠে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লক্ষ মানুষের সমাগমে।

হিন্দুরা এই মাজারে নারায়ণ জ্ঞানে পুজো দিয়ে এবং মুসলিমরা এই মাজারে পীর জ্ঞানে চাদর চড়িয়ে নিজেদের মনস্কামনা জানান। মাজার সংলগ্ন দারকেশ্বর নদের চর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের ভিড়ে। শুধু এ রাজ্য বা এদেশের নয়, মাজারে চাদর চড়াতে বা পুজো দিতে বাংলাদেশ থেকেও বহু মানুষ ছুটে আসেন বীরসিংহপুরে। একসময়ের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র বীরসিংহপুর যেন ফিরে পায় কয়েকশো বছর আগের চেহারা।

SBI | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (০৭০২৬)
তারাতলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট কমপ্লেক্স
পি-১, তারাতলা রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৮
ইমেল : sbi.07026@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই তারাতলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট কমপ্লেক্স শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে স্বর্ণঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন বিকাল ৪টার আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : রাজেশ শাউ

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৯.০১.২০২৪	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ১১.৫৮০ গ্রাম নিট ওজন ১১.০০০ গ্রাম	১টি নেকলেস
২.	২৯.০১.২০২৪	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ১১.৫১০ গ্রাম নিট ওজন ১০.৯৩০ গ্রাম	২টি ঝুমকো পাসা
৩.	২৯.০১.২০২৪	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ২.৩০০ গ্রাম নিট ওজন ২.১৮০ গ্রাম	১টি নথ
৪.	২৯.০১.২০২৪	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ৩.৬২০ গ্রাম নিট ওজন ৩.৪৩০ গ্রাম	১টি আংটি
৫.	২৯.০১.২০২৪	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ৩.৬৬০ গ্রাম নিট ওজন ৩.৪৭০ গ্রাম	১টি টিকলি

তারিখ: ২০.০১.২০২৪
স্থান: তারাতলা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

KAZI NAZRUL ISLAM B.ED COLLEGE
Vill-Armia, P.O-Noapara, P.S-Dhubulia, Dist- Nadia, Pin-741140, W.B. Recognised by N.C.T.E & Affiliated to WBUTTEPA & WBBPE,
Email-knibedc@gmail.com
Invites applications for appointments in the posts of Asstt. Prof. **PHYSICAL SCIENCE-1, MUSIC-1,** for B.Ed department. Qualification- As per NCTE norms 2014. Apply within **07 days by post** or Email.
Cont-Secretary -8900303133.

DUKE COMMERCE LIMITED
CIN : L51909WB1982PC035425
Registered Office : Hongkong House, 1st Floor, 31 B. B. D. Bagh (S), Kolkata -700001
Phone : (033) 22488891/92, **E-mail :** duke.commerce@yahoo.com
Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 31st December 2023
(Rs. In lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter ended 31-12-2023 (Unaudited)	Quarter ended 30-09-2023 (Unaudited)	Quarter ended 31-12-2022 (Unaudited)	Nine Month Ended 31-12-2023 (Unaudited)	Nine Month Ended 31-12-2022 (Unaudited)	Year Ended 31-03-2023 (Audited)
1	**Income**						
	(a) Revenue from Operations						
	Interest Income	1.37	0.15	0.02	1.67	0.52	0.05
	Dividend Income	51.68	27.35	16.85	79.03	44.18	68.94
	Net gain on fair value changes	0.84	1.31	-	2.92	-	1.32
	Total Revenue from Operation	**53.90**	**28.81**	**16.87**	**83.63**	**44.70**	**70.31**
	(b) Other Income	-	-	-	-	-	1.28
	Total Income (a+b)	**53.90**	**28.81**	**16.87**	**83.63**	**44.70**	**71.59**
2	**Expenses**						
	(a) Finance costs	-	-	-	-	-	-
	(b) Impairment on Financial Instruments	0.27	-	-	0.27	-	0.01
	(c) Employee benefits expenses	0.90	1.82	1.05	4.07	3.28	4.62
	(d) Depreciation and amortisation expense	0.46	0.33	-	0.99	-	0.02
	(e) Other expenses	0.79	1.26	0.43	3.40	4.18	4.95
	Total Expenses	**2.42**	**3.41**	**1.48**	**8.73**	**7.46**	**9.60**
3	**Profit / (Loss) before tax (1-2)**	**51.47**	**25.40**	**15.39**	**74.89**	**37.24**	**61.99**
4	**Tax Expense**	**(0.25)**	**-**	**-**	**(0.25)**	**-**	**16.27**
5	**Profit / (Loss) for the period (3-4)**	**51.72**	**25.40**	**15.39**	**75.14**	**37.24**	**45.72**
6	Other comprehensive income						
	(i) Items that may be reclassified to profit or loss (net of tax)	-	-	-	-	-	-
	(ii) Items that will not be reclassified to profit or loss (net of tax)	6,851.61	4,836.30	237.82	15,279.31	709.23	(3,189.42)
	Total comprehensive income/ (loss) for the period (net of tax)	6,851.61	4,836.30	237.82	15,279.31	709.23	(3,189.42)
7	**Total comprehensive income/ (loss) for the period (5+6)**	**6,903.34**	**4,861.70**	**253.21**	**15,354.46**	**746.47**	**(3,143.70)**
8	**Paid-up equity share capital (Face value per share : Rs. 10/-)**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**
9	**Other equity**						**13,756.39**
10	**Earnings/ (loss) per Equity Share of face value of Rs. 10/- each (Not Annualised)**						
	(a) Basic	**5.41**	**2.65**	**1.61**	**7.86**	**3.89**	**4.78**
	(b) Diluted	**5.41**	**2.65**	**1.61**	**7.86**	**3.89**	**4.78** (Annualised)

NOTES:
1) The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 19th of January, 2024
2) The Company is engaged primarily in the business of Investing and accordingly there are no separate reportable segments as per Ind AS 108 dealing with Operating Segments.
3) The fianancial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and relevant amendment rules there after.
4) The Limited Review for the quarter ended 31st December 2023 has been carried out by the Statutory Auditors, as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation 2015.
5) The provision for current tax, expected credit loss, gratuity & leave encashment, if any, will be provided at the year end.
6) The figure of the previous periods has been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to the classification for the quarter ended 31st December 2023.

For and on behalf of the Board of Directors
DUKE COMMERCE LIMITED
BIHARI LAL KANOONGO
DIRECTOR
DIN : 00486606
Place: Kolkata
Date : 19th January, 2024

Cosmic CRF Limited
CIN : L27100WB2021PLC250447
Registered Office : Cosmic Tower, 19 Monohar Pukur Road, 2nd Floor, Kolkata, West Bengal, PIN :700029
Phone No. +91 33 79647499 **E-mail :** info@cosmiccrf.com; **Website :** www.cosmiccrf.com

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Cosmic CRF Limited **("the Company")** will be held on Saturday, February 10, 2024 at 12 P.M. (IST) through video-conferencing ("VC") / other audio-visual means ("OAVM"), to transact the special business, as set out in the Notice of the EGM. The Company has sent Notice of the EGM on Friday January 19, 2024, only through electronic mode, to those members whose email IDs have been registered with the Company/ Depositories as on the cut-off date i.e. Saturday, February 03, 2024 in compliance with the circulars/Guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India. The aforesaid notice is also available on the Company's website www.cosmiccrf.com, website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com and also on the website of the e-voting service provider i.e. NSDL ("Depositories") www.evoting@nsdl.com.

Members, holding shares as on the cut-off date for e-voting i.e. Saturday, February 03, 2024, may cast their votes, electronically, on the businesses set out in the EGM Notice, by referring to procedure for remote e-voting and e-voting at the EGM given in the EGM Notice, and also available on the e-voting website of NSDL ("Depositories") www.evoting@nsdl.com.

The remote e-voting period commences on Wednesday, February 07, 2024 (9.00 a.m. IST) and ends on Friday, February 09, 2024 (5.00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them as on the cut-off date for e-voting i.e. Saturday, February 03, 2024. Members can cast their votes on the businesses set out in the EGM Notice, either through remote e-voting facility made available on the above dates, or through e-voting facility made available at the EGM.

Members who have already cast their votes through remote e-voting shall not be entitled to cast their votes again at the EGM. Any person/ entity, who has not registered his/her/ their email ID in the Company's records and holds equity shares as of the cut-off date for e-voting i.e. Saturday, February 03, 2024; may obtain Login ID and password for e-voting by following the instructions given in EGM Notice or by sending an email to NSDL at evoting@nsdl.com. However, if a person/ entity is already registered with NSDL remote e-voting then they can use their existing User ID and password for casting their votes.

In case of any enquiry/ guidance, in respect of remote e-voting or attending the EGM through electronic means, please refer to the "Help & FAQ's section"/ e-voting user manual available at the "Downloads" section on the NSDL website www.evoting@nsdl.com.

Dated: January19, 2024
Place : Kolkata
Cosmic CRF Limited
Anita Kumari Gupta
Company Secretary

ফর্ম জি
আরকেডিএস এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড সিমেন্ট আমদানি, রপ্তানি, ব্লাস্ট ফারনেস স্ল্যাগ, ক্লিংকার, পাথর এবং স্যানিটারি ওয়্যারস ব্যবসায় নিযুক্ত-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য ১০০এ,
এন.এস.সি. বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৪০
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	আরকেডিএস এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড U51909WB2007PTC120815
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১০০এ, এন.এস.সি. বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৪০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী — পরিমাণ: - ; মূল্য (লাখ টাকায়): ৫১৬.৯০
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	০ (সিআইআরপি-র ঘোষণা অনুযায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদকারীর কাছ থেকে ইমেলে মাধ্যমে অনুরোধ পাঠিয়ে cirp.rkdsexports@gmail.com এবং আইবিবিআই-এর ওয়েবসাইট https://ibbi.gov.in/en/claims/corporate-personals
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	আগ্রহ প্রকাশক নথিতথ্যাদিতে উপযুক্ততার বিস্তারিত পাওয়া যাবে, cirp.rkdsexports@gmail.com ইমেল পাঠিয়ে
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২০ মার্চ ২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.rkdsexports@gmail.com

স্বা/-
জীতেন্দ্র লোহিয়া
প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00170/2017-2018/10339
এএফএ নং AA1/10339/02/101224/106527, বৈধ ১০.১২.২০২৪ পর্যন্ত
আরকেডিএস এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
তারিখ : ২০.০১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর হাত ধরে বড় পর্দায় উঠে এল হুগলির ত্রাস হুব্বা শ্যামল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এবার বড় পর্দায় আসতে চলেছে হুগলির হুব্বা শ্যামল। শুক্রবার রাজ্যের এক মন্ত্রীর হাত ধরে মুক্তি পেল সেই ছবি। সালটা ছিল ২০১১ সালের জুন মাস। চার দিন ধরে খোঁজ নেই হুব্বার। পরিবার থানায় গেল নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে। পরের দিন দুপুরে বৈদ্যবাটি গঙ্গা লাগুয়া খালে ভেসে উঠল একটি দেহ। গলার নলিকাটা পেটটা লম্বালম্বি ভাবে চেরা। পুলিশ পচাগলা সেই দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গেল শ্রীরামপুর ওয়ালসের মর্গে। খবর গেল কোন্নগর ২ নম্বর ওয়ার্ডের ধর্মডাঙা শ্যামল দাসের ঠিকানায়। পরিবারের লোকেরা এসে শনাক্ত করলেন দেহটা হুব্বা শ্যামলেরই। সে সময় হুগলির পুলিশ সুপার ছিলেন তন্ময় রায়চৌধুরী। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, পুলিশের খাতায় শ্যামল দাস একজন দুষ্কৃতী। খুন থেকে তোলাবাজি নানান অভিযোগ তার নামে। প্রায় ১৩ বছর পরে রাজ্যের মন্ত্রী তথা পরিচালক ব্রাত্য বসুর হাত ধরে ১৯ সে জানুয়ারি বড়পর্দায় প্রকাশ পেল হুগলির হুব্বা শ্যামল দাস। ব্রাত্য বসু তার ছবির নাম দিয়েছেন হুব্বা। বাম আমলে হুগলির হুব্বা শ্যামলের নামে নাকি বাঘে গরু তো এক ঘাটে জল খেত। লোকে বলত হুব্বা নাকি হুগলির দাউদ। ড্রাগ পাচার থেকে শুরু করে খুন, রাহাজানি, প্রোমোটারি থেকে জমির দালালি সবেতেই ডন ছিলেন হুব্বা। এমনও শোনা যায়, ঠান্ডা মাথায় নৃশংসভাবে খুন করতে হুব্বা শ্যামলের আমলের দোসর ছিল না কেউ। সিউড়ে ওঠার মতো সে সব কথা। সে সময় রিষড়া, কোন্নগর কাঁপতো হুব্বার নামে। তবে হুগলি পার করে হুব্বার নাম ছড়িয়ে যায় হাওড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও। সেই সমস্ত কথাই তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিতে। হুব্বার চরিত্রে দেখা গেল বাংলাদেশের সুপার স্টার মোশারফ করিমকে। ছবি মুক্তি পাওয়ার আগেই হুব্বা শ্যামলের বাড়ির এলাকায় পড়ে ছবির পোস্টার। যদিও হুবা শ্যমলের বাড়িতে ঝুলছে তালা। সেখানে এখন হয়তো বা কেউ থাকেন না কিন্তু সেখানকার মানুষের মনে এখনও রয়ে গেছেন শ্যামল দাস। যদিও তাদের কাছে শ্যামল দাস ছিলেন নিতান্তই ভালো মানুষ। দরকারে বিপদে আপদে সবসময় পাওয়া যেত তাকে। ছবি বেরোলে এলাকার মানুষেরা সকলেই দেখতে যাবেন সেই ছবি বলে দাবি স্থানীয়দের। স্থানীয়দের দাবি কারোর বাড়ি না থাকলে বাড়ি করে দেওয়া, মেয়ের বিয়ে দেওয়া, বিভিন্ন জায়গায় এগিয়ে আসত শ্যামল দাস। আমাদেরকে কোনওদিন দাদা ছাড়া কথা বলত না সে। তার ছবি বেরোলেই আমরা সকলেই দেখতে যাব সেই ছবি।

বোনের হয়ে পরীক্ষা দিতে এসে ধরা পড়ল দাদা, গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বোনের হয়ে স্নাতকোত্তরের পঞ্চম সেমিস্টার পরীক্ষা দিতে এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল দাদা। জাল অ্যাডমিট কার্ড এবং ভুয়ো পরীক্ষার্থীর অভিযোগে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে চাঁচল থানার পুলিশ। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচল কলেজে। সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষের লিখিত অভিযোগ পেয়েই সিদ্ধার্থ শংকর দাস নামে ওই পরীক্ষার্থীকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।

পুলিশ ও চাঁচল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ছিল স্নাতকোত্তরের কলা বিভাগের জেনারেলের পঞ্চম সেমিস্টারের বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা। মানিকচক কলেজের এক পরীক্ষার্থী পুষ্পা চৌধুরীর পরীক্ষার আসন পড়েছিল চাঁচল কলেজে। কিন্তু পুষ্পা চৌধুরী তিনি পরীক্ষায় উপস্থিত না থেকে তার হয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন

সিদ্ধার্থ শংকর দাস। পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে নজরে আসে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা এক পরীক্ষকের। তিনি প্রথমে অ্যাডমিট কার্ডে দেখতে পান ছাত্রীর ছবি তুলে সেখানে ছাত্র হিসাবে সিদ্ধান্ত শংকর দাসের ছবি বসানো রয়েছে। কিন্তু অ্যাটেনডেন্স শিফটে রয়েছে আসল পুষ্পা চৌধুরীর ছবি এবং নাম। এরপরই ওই ভুয়ো পরীক্ষার্থীকে হাতেনাতে ধরে ফেলতে এসে সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে নেন।

ওই ভুয়ো পরীক্ষার্থী বলেন, তার বোন পুষ্পা চৌধুরী শারীরিকভাবে অসুস্থ। তার হয়ে সে পরীক্ষা দিতে এসেছিল। এদিকে সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই কলেজ কর্তৃপক্ষ চাঁচল থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ জানায়। চাঁচল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অজিত বিশ্বাস জানিয়েছেন, এদিনের পঞ্চম সেমিস্টারের পরীক্ষার একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে যিনি দায়িত্বে ছিলেন, তিনি রেজিস্টারের অ্যাটেন্ডেন্স খাতা তদারকি করতে গিয়েই পুষ্পা চৌধুরী নামে এক ছাত্রীর ছবি ও নাম দেখতে পান। কিন্তু একই রোল নম্বরের একটি জাল অ্যাডমিট কার্ড তৈরি করে ওই যুবক পরীক্ষা কেন্দ্রে ছিল। এরপরই তাকে জিজ্ঞাসা করতেই আসল ঘটনাটি বেরিয়ে আসে। পরে পুরো বিষয়টি নিয়ে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। এরপরই পুলিশ এসে ওই ভুয়ো পরীক্ষার্থীকে ধরে নিয়ে যায়।

জমি উদ্ধার করে মানুষের জন্য ব্যবহার করে আয় বাড়ানোর উদ্যোগ নিল জেলা পরিষদ

সুমন তালুকদার

বারাসাত: নিজস্ব সম্পত্তি সঠিক ভাবে মানুষের জন্য ব্যবহার করে আয় বাড়ানোর উদ্যোগ নিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ। সেই মর্মে সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীর উদ্যোগে জেলা পরিষদ একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে। গত মঙ্গলবার জেলা পরিষদের সম্পত্তি রক্ষা কমিটির বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান সভাধিপতি।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা নানা অজুহাতে আটকে রেখেছে। রাজ্যের হকের টাকা দিচ্ছে না। অর্থ সংকটের মধ্যেই রাজ্যের উন্নয়ন চালিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার সরকার। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মানুষের কল্যাণে জেলার উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে জেলা পরিষদ নিজের সম্পত্তি উদ্ধার করে তা ব্যবহার করে আয় বাড়ানোর উদ্যোগ নিল। নারায়ণ বলেন, অশোকনগর বনবনিয়াতে জেলা পরিষদের ১৫ বিঘা জমি আছে রাস্তার ধারে। এছাড়াও ব্যারাকপুর ২ ব্লকের মোহনপুর দিঘিরপাড় এলাকায় পুকুর সহ ১৮ বিঘে জমি আছে। এই দুই জমিতে বিনোদন পার্ক, অত্যাধুনিক কমিউনিটি হল তৈরি করা হবে। বসিরহাট সুপার মার্কেট পরিত্যক্ত ঘোষণা কর হয়েছে। সেটি ভেঙে ৪ তালা কমপ্লেক্স বানাবে জেলা পরিষদ। নিচের তলায় দোকানঘর হবে। দুই তলায় হবে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কমিউনিটি হল। ওপরে দুটি তলায় হবে অত্যাধুনিক অনুষ্ঠান গৃহ। থাকবে ডাইনিং হল। রাজারহাট বাবলাতলায় ৫ কাঠা জমি আছে। সেখানে জমির বাজার দর কাঠা প্রতি ২ কোটি টাকার বেশি। সেখানেও একটি অত্যাধুনিক কমিউনিটি হল, কনফারেন্স রুম করা হবে। নিচে থাকবে দোকান ঘর। পঞ্চম অর্থ কমিশনের টাকায় এই কাজের শুরু করা হবে। প্রতিটি জায়গাই জেলা পরিষদ সেগুলি ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্যন করবে। পরবর্তীতে যে বা যারাই জেলা পরিষদের দায়িত্ব পাবে তারাই এর সুফল পাবে। এই জায়গা থেকে শুধু জেলা পরিষদই অর্থ উপার্যন করবে তা নয়। এই জায়গাগুলি তৈরি হয়ে গেলে তার পাশেও তৈরি হবে অন্যান্য ব্যবসার ক্ষেত্র। মানুষের যাতায়াত বাড়বে। ফলে স্থানীয় অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হবে। তিনি আরও বলেন, জেলা পরিষদের এই জায়গাগুলি এতদিন দখল করে রাখা হয়েছিল। জায়গাগুলি যেমন উদ্ধার করা যাবে তেমনি সেগুলি মানুষের ব্যবহারে লাগিয়ে জেলা পরিষদের মোটা অঙ্কের আয় বাড়বে। সেই অর্থ উন্নয়নের কাজে লাগানো যাবে বলে দাবি করেন নারায়ণ গোস্বামী।

গঙ্গাসাগরের কাছে প্রণব সংস্কৃতি মেলা ও আরতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগর: গঙ্গাসাগর দ্বীপের সন্নিকটে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল চার দিনের প্রণব সংস্কৃতি মেলা ও বিশেষ গঙ্গা আরতি।

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ ব্লকে বাঁশতলা খেয়াঘাট সংলগ্ন কালনাগিনী নদীবক্ষে গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠিত হয়। মকর সংক্রান্তির সন্ধ্যা থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই অভিনব আরতি দেখতে কালনাগিনী নদীর দুই তিরে শতশত মানুষ ভিড় করেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের ১২৯তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে প্রথম দিনে ১০০১টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে আরতি হয়।

এরপর ১২৯টি ধুনোচি, ১২৯টি মশাল জ্বালিয়ে ও ১২৯টি মঙ্গল দ্বীপ জ্বালিয়ে মায়েরা বৈদিক শান্তি যজ্ঞে অংশ নেন। বিশেষ আকর্ষণ এই গঙ্গা আরতি দেখতে দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ অংশ নেন। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী সর্বাত্মানন্দজি মহারাজ, স্বামী অন্বেষানন্দজি ও স্বামী পরাসরানন্দজি মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাধুরী ঘরামি ও উপপ্রধান শুভজিৎ মণ্ডল। অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন বাঁশতলা বাজার কমিটি, বিবাদি সংঘ, মন্মথপুর হিন্দু মিলন মন্দির ও গিরিচক শ্রীশ্রী বিশালক্ষ্মী ও হরিমন্দির কমিটি।

হাসপাতালে ধূমপান-পানের পিক নিষিদ্ধে অভিনব উদ্যোগ

হিন্দি সিনেমার ছবি এবং ডায়লগ ব্যবহারে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: হাসপাতাল চত্বরে ধূমপান নিষিদ্ধ করা এবং পানের পিক যাতে কেউ না ফেলে তার জন্য অভিনব উদ্যোগ নিল মন্তেশ্বর ব্লক কাদম্বিনী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। রীতিমতো হিন্দি সিনেমার ছবি এবং ডায়লগ ব্যবহার করে এই অভিনব পোস্টার লাগানো হয়েছে হাসপাতালের দেওয়ালের গায়ে।

জানা গিয়েছে, এই হিন্দি সিনেমার ডায়লগ এবং ছবি যাতে মানুষের চোখে লাগে এবং মনের মধ্যে গেঁথে যায়, সেই জন্যই এই অভিনব উপায় বের করেছেন মন্তেশ্বর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারক পার্থসারথি ভান্ডারী। হাসপাতাল চত্বরে যদি কেউ ধূমপান করেন বা পানের পিক ফেলেন, তার জন্য ২০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। সেই টাকা দিতে অস্বীকার করলে বিডিও অথবা মন্তেশ্বর থানার দ্বারস্থ হয়ে সেই জরিমানা ধার্যের টাকা আদায় করা হয় বলে দাবি করেন মন্তেশ্বর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক।

এই নিয়ম চালু করায় খুশি রোগীর আত্মীয় পরিজনরাও।

হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর এক আত্মীয় আদুরি দাসের দাবি, পোস্টার সবই দেখলেন, খুবই ভালো উদ্যোগ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলেই তাতে সকলেরই ভালো লাগবে। অপরদিকে রোগীর আর এক আত্মীয়র দাবি, এটা করে খুব ভালো হয়েছে। এর ফলে হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, যত্রতত্র বিড়ি সিগারেট খেয়ে ফেলা পানের পিক দেওয়ালের গায়ে ফেলা এগুলো অন্তত বন্ধ হবে।

'আবাস'হীন একটা গোটা পাড়া!

বনস্পতি দে ● হরিপাল

'আবাস'হীন একটা গোটা পাড়া। নিয়ম অনুযায়ী, তাঁদের মাথার ছাদ পাকা করার কথা সরকারেরই। অন্ততপক্ষে সরকার তাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে দাবি। কিন্তু অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি তো দূরের কথা, তাঁদের দিকে ফিরেও তাকায় না কোনও রাজনৈতিক নেতৃত্বই। ক্ষোভ নেই, কারণ ওঁদের আশাও নেই, হুগলির হরিপালের কৃষ্ণপুর গ্রামের বেলেরপাড় এলাকার বাসিন্দাদের কেবল বুকভরা গ্লানি রয়েছে বলে দাবি।

এই পাড়ায় প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশটি পরিবারের বসবাস, দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তালপাতার ছাউনি, তো কারও টালির চাল, কারওবা খড়ের চাল, কেউ কেউ ত্রিপল টাঙিয়ে বসবাস করছেন। কারও আবার ছিটে বেড়ার ঘর তো কারও মাটির দেওয়াল তাও আবার ভাঙা। অভিযোগ, দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারগুলির দিকে তাকিয়ে দেখেনি কেউ, না বাম না ডান। তবে তাঁদের দাবি, ভোট এলেই তাঁরা হয়ে যান রাজা আর ভোট ফুরালেই হয়ে যান প্রজা। ভোটের সময় বিভিন্ন দলের নেতা নেত্রীদের পায়ের ধুলো পড়ে গ্রামে। ভোটের পর ভুলেও নেতা নেত্রীরা পা দেন না এই পাড়ায়।

এই পাড়ার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বারবার আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার জন্য কাগজপত্র জমা নেওয়া হয় ঠিক ভোটের আগে, আর ভোট ফুরালেই চোখ রাঙানি সহ্য করতে হয় স্থানীয় নেতাদের। ভোট মিটলেই নেতাদের সঙ্গে কথা বলার সাহসটুকুও পান না তাঁরা। একপ্রকার জমিদারি প্রথার মধ্যে

দিন কাটে তাঁদের। ঝড়বৃষ্টি মাথায় করেই দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন এই পাড়ার বাসিন্দারা। প্রকৃত প্রাপক হয়েও কেন সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তার উত্তর তাঁদের কাছে অজানা।

আরও অভিযোগ, এলাকায় পানীয় জলের কল বসানো হয়েছে কিন্তু জল নেই, আবার শৌচালয় তৈরির জন্য প্রাথমিক ভাবে আবেদনের জন্য টাকা মিটিয়ে দিলেও তাও মেলেনি। প্রচণ্ড শীতে চরম দুর্দশা নেমে এসেছে এই পাড়ায়। একপ্রকার দিনের পর দিন শোষিত নিপীড়িত বাসিন্দারা। যার যত বড় ছাদ তার লিস্টে আগে নাম এটার নাম কাটমানি কটাক্ষ বিরোধীদের।

আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির দাবি, 'বর্তমান সরকারের আমলে গ্রামের উন্নয়নের জন্য কোনও গ্রামসভা হয় না, গ্রাম সভা হয় নেতাদের বাড়িতে, ফলে যে ১০-২০ হাজার কাটমানি দিতে পারলে, তাঁর নামেই বাড়ি আসছে।' যদিও হুগলি জেলাসভাধিপতি রঞ্জন ধারার দাবি, 'গরিব মানুষের মাথার ওপর পাকা ছাদ থাকুক এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান। কিন্তু কেন্দ্র সকারের বঞ্চনার কারণে শুধু হরিপাল নয়, হুগলির বহু গরিব পরিবার মাথার ওপর পাকা ছাদহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।'

পুরুলিয়ায় প্রথমবর্ষ রূপসী বাংলা উৎসবের উদ্বোধন মলয় ঘটকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: প্রথমবর্ষ পুরুলিয়া রূপসী বাংলা উৎসবের উদ্বোধন হল শুক্রবার বিকেলে। প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করলেন রাজ্যের শ্রম ও আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া, পুরপ্রধান নবেন্দু মাহালি সহ বিশিষ্টজনরা।

১৯ থেকে ২৩ জানুয়ারি এই পুরুলিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে পুরুলিয়ার মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলে। এদিন উদ্বোধন করে মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, 'আজ পুরুলিয়া জেলা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, আর কিন্তু পিছিয়ে পড়া জেলা বলা যাবে না পুরুলিয়াকে। আগামী দিনে পুরুলিয়া জেলায় যে শিল্প ও কলকারখানা হচ্ছে তাতে রাজ্য তথা ভারতবর্ষের মানচিত্রে অনেকটাই ওপরে থাকবে।'

তিনি আরও বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পরেই রাজ্যের একদিকে যেমন উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে তেমনই মানুষের মধ্যে আনন্দ-উৎসবও যাতে মানুষ কাজের মাধ্যমে থাকে তার চেষ্টা করে যাচ্ছে। পুরুলিয়া জেলায় এই মেলা প্রথমবর্ষ। আসানসোলে উৎসবে গিয়ে জেলা তৃণমূলের সভাপতিকে আমি পুরুলিয়া উৎসব করার কথা বলেছিলাম। আজ সেই উৎসব উদ্বোধন করতে এলাম আমি। আগামী দিনে পুরুলিয়া রূপসী বাংলা উৎসব আরও ভালো ভাবে হবে।'

মেলা কমিটির সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া বলেন, 'প্রথমবর্ষ আমরা এই রূপসী বাংলা উৎসব করেছি সকলের সহযোগিতায়। পাঁচ দিন ধরে এই উৎসব চলবে। প্রতিদিন থাকছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ কলকাতা ও মুম্বাইয়ের শিল্পীদের অনুষ্ঠান। থাকছে প্রদর্শনী ও পুষ্প প্রদর্শনী।'

নদিয়া জেলায় প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

নদিয়া জেলায় সর্বপ্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হল স্কুল ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স! নদিয়া জেলায় প্রথম এমন উদ্যোগ নিল মায়াপুর পূর্ব মোল্লাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। এতদিন পর্যন্ত ডিজিটাল হাজিরা দেওয়ার পরিষেবা দেখতে পাওয়া যেত সরকারি এবং বেসরকারি অফিস আদালতে। তবে ধীরে ধীরে রাজ্যের বেশ কিছু সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলগুলিও চালু করছে পড়ুয়াদের জন্য ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স পরিষেবা। শুক্রবার এই ডিজিটাল পরিষেবার প্রথম উদ্বোধন করেন কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা শাসক শারধ্বতি চৌধুরী। স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকলেই দেখা যাবে একটি ইলেকট্রনিক্স বস্তু লাগানো রয়েছে। পড়ুয়াদের প্রত্যেককেই দেওয়া হয়েছে

একটি করে ডিজিটাল আইডেন্টিটি কার্ড যার মধ্যে লাগানো রয়েছে একটি আধুনিক বৈদ্যুতিক যন্ত্র। স্কুল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা মাত্রই সেই কার্ডটি স্কুলে লাগানো ওই বৈদ্যুতিক যন্ত্রে ছোয়ালে এবং স্কুল থেকে বেরনোর আগে ছোয়ালেই ওই পড়ুয়ার অভিভাবকদের মোবাইলে সরাসরি পৌঁছে যাবে স্কুলে ওই পড়ুয়ার প্রবেশ এবং বাইরের সম্পূর্ণ সময়সূচির তথ্য। আর এর ফলে অনেকটাই চিন্তামুক্ত হতে পারবেন অভিভাবকরা। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিরণ শেখের দাবি, 'বর্তমানে স্কুলে ১৮৮ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছেন ৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই আমরা এই পরিষেবা চালু করেছি। এতে যেমন ছাত্রছাত্রীদের হাজিরা নথিভুক্ত হবে ঠিক তেমনই ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় উপস্থিতির হারও বৃদ্ধি পাবে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকবে, তাদের মোবাইলে পৌঁছে যাবে এসএমএস অ্যালার্ট! সব মিলিয়ে পড়ুয়াদের স্কুলে ঢোকা এবং বেরনোর ওপর নজরদারি থাকবে অভিভাবকদেরও।' বিদ্যালয়ে এই ডিজিটাল হাজিরা পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি অভিভাবকরাও।

প্রাণিসম্পদ বিকাশের উদ্যোগে মেলার উদ্বোধন সভাধিপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শুক্রবার দুপুরে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের চেলিয়ামার ইয়ুথ ক্লাবের ফুটবল মাঠে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ মেলার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো। সভাধিপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও প্রণয় কুমার দাস রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিএলডিও ডক্টর অপূর্ব চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি

গৌরাঙ্গ বাউরি পুরুলিয়া জেলা পরিষদের দুই সদস্য অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ও পরেশ চন্দ্র বাউরি, ব্লকের এডিও মুক্তেশ্বর সর্দার সহ অন্যান্যরা।

রামমন্দির উদ্বোধনের আগেই প্রসাদ হয়ে গেল হলুদমাখা চাল : দেবাংশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: 'ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা এখনও হল না। মন্দির উদ্বোধন হল না অথচ প্রসাদ হয়ে গেল হলুদমাখা চাল। যা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে বিলি করতে শুরু করেছেন বিজেপি কর্মীরা।' শুক্রবার নদিয়ার কৃষ্ণনগরে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের এক রক্তদান শিবিরে যোগ দিয়ে রামমন্দির নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য।

বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে তৃণমূলের মুখপাত্র বলেন, 'মোদি যদি পাকিস্তানে একটা বোম মেরে এবং অযোধ্যায় একটা মন্দির তৈরি করে বাংলায় ভোট চাইতে পারেন, তা হলে আমরাও দিদিকে বলব আপনি আমেরিকায় একটি মন্দির বানান। যা দেখিয়ে আমরা পশ্চিমবাংলায় ভোট চাইব। যদি বিজেপি মন্দির দেখিয়ে ভোট চাইতে পারে আগামী দিনে তা

হলে পশ্চিমবাংলার প্রতিটি রাজনৈতিক দলও ধর্মকে সামনে রেখে মন্দিরকে সামনে রেখে ভোট চাইতে শুরু করবে।'

এখানে রক্তদান শিবিরে দেবাংশু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর সহ তৃণমূল নেত্রী জয়া

রাজ্য মাদ্রাসা স্পোর্টসে সাফল্য সীতাপুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সম্প্রতি মালদার টাউন মডেল ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসার গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ১৪তম রাজ্য মাদ্রাসা স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১০০০ প্রতিযোগীর মধ্যে হুগলির ৪৫ জন অংশগ্রহণকারী অনূর্ধ্ব -১৯ এর জ্যাভভেলিন থ্রোয়িংয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে হুগলির মোঃ নুরুল্লাহ মিদ্দা। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মোঃ শরিফুল আমিন ৫০০০ দৌড় প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। এই দুই পড়ুয়া হলেন ২৭৩ বছরের প্রাচীন সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র। এরা মুখ উজ্জ্বল করেছে তাদের শিক্ষালয়ের। মাদ্রাসার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র হল নুরুল্লাহ ও একাদশ শ্রেণিতে পড়ছে শরিফুল। মধ্যবিত্ত পরিবারের দু'জন ছাত্র হস্টেলে থেকে পড়ালেখা করছে বলে জানান মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল আজিজ আল আমান।

তিনি জানান, চলতি বছরে বারটি বিভাগে প্রথম দশটি বিভাগে দ্বিতীয় ও পাঁচটি বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে সীতাপুর মাদ্রাসা। বলা ভালো এই প্রাচীন মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেছেন ফুরফুরার পীর হযরত দাদা হুজুর রহ সহ অনেক গুনী ব্যক্তিরা।

অ্যাডবেস্টারের চাল ভেঙে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: আবারও চুরির ঘটনা ঘটল অণ্ডালের বহুলার মতিবাজার এলাকায়। ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী মহলে। শুক্রবার সকালে প্রত্যেক দিনের মতো নিজের দোকান খুলতে আসেন দোকানদার মিহির মণ্ডল। তিনি বগুলা এলাকারই বাসিন্দা বলে জানান। তিনি দাবি করেন, 'দোকান খুলেই দেখি অ্যাডবেস্টারের চাল ভাঙা। চাল ভেঙে দোকানে ঢুকে চোরেরা দোকান থেকে নগদ তিন হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। নগদ টাকা ছাড়া আর কিছুই চুরি হয়নি।' তবে পরপর এভাবে বহুলার মতিবাজার এলাকায় অ্যাডবেস্টারের চাল ভেঙে চুরির ঘটনায় আতঙ্ক এলাকায়। স্থানীয় ব্যবসাদারদের একাংশের দাবি, এর মধ্যে বহুলা মতিবাজার এলাকায় বেশ কয়েকটি দোকানে এভাবেই চুরি হয়েছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত কোনও চুরির কিনারা হয়নি। আর সে কারণেই ভগবান ভরসা করেই দোকান বন্ধ করে বাড়ি যেতে বাধ্য হচ্ছেন দোকানদাররা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অণ্ডাল থানার বনবহাল ফাঁড়ির পুলিশ। দোকানের ঠিক সামনে এই রাস্তার ওপর রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। তা দেখেই পুলিশ তদন্ত শুরু করছে বলে সূত্রের খবর।

পাণ্ডবেশ্বরের একটি ইংরাজি মাধ্যম স্কুল সিবিএসসি বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

পাণ্ডবেশ্বর: খনি অঞ্চল পাণ্ডবেশ্বর এবং তার আশপাশের এলাকায় রয়েছে অনেকগুলি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থাকলেও, কোনও বোর্ডের অন্তর্ভুক্তি নেই বলে দাবি। উখড়ায় একটি স্কুল বাদ দিয়ে কোনওটিই আজ পর্যন্ত কোনও বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন পায়নি বলে সূত্রের খবর। ঠিক এমনই এক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পাণ্ডবেশ্বরের বুকে সিবিএসসি বোর্ডের অ্যাফিলিয়েশন নিয়ে নতুন করে পথচলা শুরু করল ব্লুসুমিং অ্যাঞ্জেলস ইউনাইটেড নামে একটি বেসরকারিইংরেজি মাধ্যম স্কুল।

স্কুলের ডিরেক্টর চঞ্চল চক্রবর্তী জানান,২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে তাঁদের পথ চলা শুরু হয়, বহু পরিশ্রমের ফলে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ব্লকের বিডিও ম্যাডামের সহযোগিতায় গতকাল এই স্কুল সিবিএসসি বোর্ডের অভিভুক্তি (অ্যাফিলিয়েশন) পেয়েছে। তাঁর দাবি, খনি অঞ্চলে অত্যাধুনিক বিদ্যালয়, উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা দিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে তাঁর স্কুল। এখানে রয়েছে উন্নতমানের

লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব, ডিজিটাল পদ্ধতিতে পড়াশোনার ব্যবস্থা। এছাড়াও চঞ্চলবাবুর দাবি, তাঁদের উদ্দেশ্য উন্নতমানের পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী করে তোলা। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের দাবি, তাঁদের বিদ্যালয় এলাকায় গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

'আবাস যোজনা'য় গরিবদের বাড়ি দিতে গিয়ে আবেগপ্রবণ মোদি

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি: 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' প্রকল্পের উদ্বোধনে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঢোঁক গিলে কান্না চাপারও চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। শুক্রবার মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' প্রকল্পের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছেন বলেও দাবি করেন মোদি।

তিনি বলেন, '২০১৪ সালে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তা পূরণ করতে পেরেছি। এখানে এসে তার সাক্ষীও রইলাম। আজ আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত এটি।' তিনি যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছেন, আর সেই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে পারছেন, এটাই তার কাছে বড় একটি বিষয়। আর এ কথা বলতেই বলতেই মোদির গলা বুজে আসে। তাঁর সরকারের প্রকল্পের বাড়ি বিতরণ করতে গিয়ে নিজের শৈশবের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেন, 'এই বাড়িগুলি দেখলে নিজের শৈশবের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'আজ শোলাপুরের গরিব এবং শ্রমিকদের হাতে এই বাড়ি তুলে দিতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত। আমাদের সরকার গরিব মানুষের উন্নয়নে এবং তাঁদের জীবনের মানোন্নয়ের স্বার্থে প্রকল্পের উপর জোর দিচ্ছে।' দেশবাসীর আশীর্বাদেই এই ধরনের প্রকল্প সফল হয়েছে বলেই মনে করেন মোদি।

এর পরই তিনি নাম না করে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। দীর্ঘ দিন ধরেই 'গরিবি হটাও' বলে যে স্লোগান তোলা হয়েছিল গোটা দেশে, সেই স্লোগানের প্রতিফলন যে কার্যক্ষেত্রে ঘটেনি তা নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেন, 'দেশে 'গরিবি হটাও' স্লোগান তোলা হয়েছিল অনেক বছর আগে। সেই স্লোগান তোলা হলেও কার্যক্ষেত্রে গরিবি দূর করা হয়নি।' তবে তাঁর সরকার এই স্লোগানকে বাস্তবায়িত করার কাজ করছে। শুধু তাই-ই নয়, এই আবাস যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন বলেও দাবি মোদির।

তাঁর কথায়, 'দেশবাসীকে এই গ্যারান্টি দিচ্ছি যে, তৃতীয় বারের জন্য বিজেপি ক্ষমতায় এলে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে ভারত।'

জমির বদলে চাকরি কেলেঙ্কারিতে ফের লালুকে তলব ইডির

ডাক পড়ল বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রীরও

পাটনা, ১৯ জানুয়ারি: ফের আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবকে তলব করল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ডেকে পাঠাল লালুর পুত্র বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবকেও। শুক্রবার ইডির একটি সূত্র উদ্ধৃত করে বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে পাটনায় ইডির অফিসে বাবা ও ছেলেকে তলব করা হয়েছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন দিনে ইডির অফিসে তাঁদের হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। লালুকে ডাকা হয়েছে আগামী ২৯ জানুয়ারি। তার পর দিন, ৩০ জানুয়ারি ইডির অফিসে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে তেজস্বীকে। বস্তুত, আগেও বাবা-ছেলেকে ইডি তলব করেছে। সে বার দু'জনেই হাজিরা এড়িয়েছেন।

জমির বদলে রেলের চাকরি দেওয়ার অভিযোগে গত কয়েক মাসে নানা জায়গায় অভিযান চালিয়েছে ইডি। এই অভিযোগটি লালু যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখনকার। অভিযোগ, ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত লালু রেলমন্ত্রী থাকাকালীন জমির বিনিময়ে গ্রুপ ডি পদের 'সাবস্টিটিউট' হিসাবে বেশ কয়েক জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। পরে তাঁদের চাকরি স্থায়ী করা হয়। ওই অভিযোগের প্রেক্ষিতে এর আগে সিবিআই একটি মামলা করে। ওই মামলায় লালু ছাড়াও নাম রয়েছে তাঁর স্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী, তাঁদের দুই কন্যা এবং আরও ১২ জনের। বছর দুই আগে একটি এফআইআর দায়ের হয়। ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে ওই দুর্নীতি মামলায় লালু এবং রাবড়ির বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে সিবিআই। যদিও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন যাদব পরিবার।

অন্যদিকে, গত বছর মার্চে লালুর তিন মেয়ে রাগিনি, চন্দা এবং হেমার বাড়িতে হানা দেয় ইডি। পাশাপাশি বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বীর বাড়িতেও হানা দেন ইডির আধিকারিকেরা। লালুর ঘনিষ্ঠ আরজেডির প্রাক্তন নেতা আবু দোজানার বাড়িতেও গিয়েছিল ইডি।

সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই বৈঠকে ভারত ও মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রীরা

কামপালা, ১৯ জানুয়ারি: দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ব্যাপক টানাপোড়েনের মধ্যেই বৈঠকে ভারত ও মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রীরা। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার এস জয়শংকরের সঙ্গে আলোচনায় বসেন মোসা জামির। মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার নিয়ে দুই পক্ষে আলোচনা হয়েছে বলেই খবর। তবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে অবনতির মধ্যেও আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলোতে সহযোগিতা বজায় রাখার বার্তা দিয়েছেন দুই দেশের বিদেশমন্ত্রী।

জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে উগান্ডায় গিয়েছেন জয়শংকর। সেখানেই গিয়েছেন মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রীও। শুক্রবার থেকে শুরু হবে সম্মেলন। তার আগেই দুই দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসেন বিদেশমন্ত্রীরা। সেই বৈঠকের ছবি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশ করেন জয়শংকর। সেখানে লেখেন, মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী মুসা জামিরের সঙ্গে দেখা হল। ভারত ও মালদ্বীপের সম্পর্ক, জোট নিরপেক্ষ নীতি সমস্ত কিছু নিয়েই আলোচনা

হয়েছে। যদিও মালদ্বীপ থেকে সেনা সরানো নিয়ে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী কিছু বলেননি।

তবে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী। এক্স হ্যান্ডেলে জামির বলেন, মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার নিয়ে শীর্ষ আধিকারিকদের মধ্যে যা আলোচনা হচ্ছে, সেই নিয়েও কথা হয়েছে। তাছাড়াও মালদ্বীপে যে সমস্ত প্রকল্পগুলো চলছে, সার্কের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলোতে কীভাবে সহযোগিতা বাড়ানো যায়, সেই বিষয়গুলোও উঠে এসেছে আলোচনায়। উল্লেখ্য, রবিবার দুই দেশের আধিকারিকদের মধ্যে সেনা সরানো নিয়ে বৈঠক হয়। মালদ্বীপের এক মন্ত্রী ইব্রাহিম খলিল জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুইজ্জুর বৈঠকে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটির সদস্যরাই হাজির ছিলেন। সেই বৈঠকের পরেই খবর ছড়িয়ে পড়ে, আগামী ১৫ মার্চের মধ্যেই মালদ্বীপ ছাড়তে হবে ভারতীয় সেনাকে। তবে মহম্মদ মুইজ্জু প্রশাসনের তরফে সরকারিভাবে এমন কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, নির্বাচনে জিতেই মুইজ্জু জানিয়েছিলেন মালদ্বীপ থেকে সেনা সরিয়ে নিতে হবে ভারতকে।

রামময় উত্তর লস অ্যাঞ্জেলেস ও সান ফ্রান্সিসকো, গাড়ি সমাবেশের আয়োজন, বিতরণ করা হবে লাড্ডু

ওয়াশিংটন, ১৯ জানুয়ারি: আমেরিকাতে বসবাসকারী ভারতীয়রাও ভারতের অযোধ্যাধামের শ্রী রাম জন্মভূমিতে নবনির্মিত ঐশ্বরিক এবং রাম মন্দিরের ২২ জানুয়ারি রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করছেন। জন্মভূমিতে ভগবান রামের অবস্থানের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বেড়ে ওঠা সেই স্বপ্ন সাতসমুদ্রের ওপারে বসবাসরত ভারতবাসীর চোখে ভেসে উঠছে। কেউ এলাকায় লাড্ডু বিতরণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কেউ গাড়ি সমাবেশ আবার কেউ বাইক মিছিল করে এই মুহূর্তটিকে ঐতিহাসিক করার চেষ্টা করছেন।

উত্তর লস অ্যাঞ্জেলেস এবং সান ফ্রান্সিসকো সম্পূর্ণ রামময়। এক্স মাধ্যমে সান ফ্রান্সিসকোর রাস্তায় সমাবেশের প্রস্তুতির একটি ছবি শেয়ার করেছেন। ভারতীয় তেরঙ্গার সঙ্গে গেরুয়া পতাকা দিয়ে গাড়িটি মোড়ানো হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন সান ফ্রান্সিসকোতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান হতে চলেছে। আর এর প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হচ্ছে। ঐতিহাসিক রাম মন্দিরের উদ্বোধনের উৎসব পালন করতে সান ফ্রান্সিসকোতে আয়োজিত গাড়ি সমাবেশে যোগ দিতে প্রস্তুত আমেরিকা। ভগবান রাম শুধু ভারতেই পূজিত হন না। ন্যায় ও সত্যে বিশ্বাসী সকল লোকের অন্তরে আছেন রাম।

আমেরিকার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তর লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি গাড়ি সমাবেশের প্রস্তুতির বিবরণ শেয়ার করেছে। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, ২১ জানুয়ারি সকাল ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উত্তর লস অ্যাঞ্জেলেসে অযোধ্যাধামের মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে একটি গাড়ি সমাবেশের আয়োজন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে সেমিনার ও সভাও হবে। সকাল ১১টায় মা দুর্গা মন্দিরে (পাসাদেনা) প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে ১১টায় অ্যাসেম্বলি পয়েন্ট-২ ইউনাইটেড হিন্দু টেম্পল (বল্ডউইন পার্ক) -এ ।

সংস্থাটি শ্রী রাম জন্মভূমি প্রাণ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব স্মরণে এই গাড়ি সমাবেশে অংশ নেওয়ার জন্য জনগণের কাছে আবেদন করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে একই ধরনের গাড়ি সমাবেশ করা হচ্ছে। এসব সমাবেশকে স্বাগত জানাতে আশেপাশের মন্দিরগুলোতে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমেরিকান ও অন্যান্য দেশের মানুষ কৌতূহল নিয়ে এসব সমাবেশ দেখছে। তাদের একটাই প্রতিক্রিয়া , ভারত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।

নয়ডায় জিম থেকে ফেরার পথে যুবক খুন

নয়ডা, ১৯ জানুয়ারি: গাড়ির ভিতরেই পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে মাথায় গুলি করে খুন করা হল এক যুবককে। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের নয়ডার সেক্টর ১০৪-এ।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের না সুরজ ভান। গাড়িতে চালকের আসন থেকে বসে থাকা অবস্থায় তাঁর গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সুরজকে খুব কাছ থেকে মাথায় গুলি করা হয়েছে বলে এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন। প্রতি দিনের মতো জিম সেরে নিজের গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলেন সুরজ। সেই সময় তাঁর উপর হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আচমকাই বাইকে চেপে কয়েক জন দুষ্কৃতী আসে। সুরজের গাড়িটিকে ঘিরে ধরে। কিছু বিষয় নিয়ে বচসার পরই সুরজকে লক্ষ্য করে পর পর কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। তার পর আবার বাইক নিয়ে চম্পট দেয়। নয়ডার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ডিসিপি) হরিশ্চন্দ্র জানিয়েছেন, জিম থেকে একাই ফিরছিলেন সুরজ। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতার জেরেই এই হামলা। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিশ্বের উচ্চতম রামমন্দির তৈরি হবে অস্ট্রেলিয়ায়, যার উচ্চতা ৭২১ ফুট

ক্যানবেরা, ১৯ জানুয়ারি: অযোধ্যা নয়, বিশ্বের উচ্চতম রামমন্দির তৈরি হবে অস্ট্রেলিয়ায়। জানা গিয়েছে, ৭২১ ফুট উঁচু মন্দির বানানো হবে পার্থে। ১৫০ একর জমির উপর তৈরি হবে মন্দির। গোটা নির্মাণকাজে খরচ হবে ৬০০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন। তার মধ্যেই নতুন রামমন্দির তৈরির কথা ঘোষিত হল।

জানা গিয়েছে, শ্রীরাম বেদিক অ্যান্ড কালচারাল ট্রাস্টের উদ্যোগে তৈরি হবে এই মন্দির। তবে শুধু মন্দির নয়, ১৫০ একর জমি জুড়ে একটি হাব বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে কর্তৃপক্ষের। হোটেল, রেস্তরাঁ সবকিছুর ব্যবস্থাই থাকবে মন্দির চত্বরে। এমনকি রামায়ণের কাহিনীর অনুকরণে চিত্রকূট বটিকা, পঞ্চবটী বটিকার বাগানও বানানো হবে সেখানে।

এতেই শেষ নয়। মন্দির চত্বরে থাকবে রাম নিবাস হোটেল। পুণ্যার্থীদের জন্য মন্দির চত্বরে তৈরি হবে সীতা রসোই রেস্তরাঁ, রামায়ণ সদন গ্রন্থাগার ও তুলসিদাস হল। আপাতত গোটা মন্দির চত্বরের নকশা তৈরির কাজ চলছে বলেই খবর। কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী, যোগা কোর্ট, ধ্যানের জন্য আলাদা কোর্ট সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা থাকবে মন্দির চত্বরে। রামকে নিয়ে তৈরি হবে বিশেষ মিউজিয়াম। প্রযুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরতে টেকনোলজি গার্ডেনও থাকবে মন্দির চত্বরে।

মন্দির কর্তাদের মতে, রামমন্দির তৈরির ক্ষেত্রে পরিবেশরক্ষার বিষয়টিও মাথায় রাখা হবে। একেবারে কার্বনমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা হবে মন্দির চত্বরে। সোলার প্যানেল থেকে বিদ্যুতের ব্যবস্থা হবে। এছাড়াও নানা রকমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে প্রতিদিন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন–মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Tender Notice

Executive Officer, Barasat-I Panchayat Samiti invites E-tender. Details are available at : www.wbtenders.gov.in. NIT No : N24PG/BST-I/PS/N-65/2023-2024 Dated:18/01/2024, N24PG/BST-I/BDO/N-48 2nd Call/2023-2024 Dated:19/01/2024, N24PG/BST-I/PS/N-53 2nd Call/2023-2024 Dated:19/01/2024, N24PG/BST-I/PS/N-49 2nd Call/2023-2024 Dated:19/01/2024,N24PG/BST-I/PS/N-31 2nd Call_2/2023-2024 Dated:19/01/2024,N24PG/BST-I/PS/N-47 3rd Call/2023-2024 Dated:19/01/2024.Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.

Sd/- Block Development Officer,
Barasat-I Development Block

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIQ-50/2023-24 for Supply of Backhoe Loader for Solid Waste Management under Krishnanagar Municipality. The intending Bidders are requested to visit the website: https://wbtenders.gov.in for details. Tender Id: 2024_MAD_650219_1.

Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

TENDER NOTICE
Mohanpur Gram Panchayat
Barrackpore-II Block,
North 24 Parganas

NIT NOS - 2024_ZPHD_648151_1. 2024_ZPHD_648247_1 Dated- 17/01/2024. www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Mohanpur Gram Panchayet

NIT No. SFDC/MD/NIT-41(e)/2023-24 {2 nd Call} & SFDC/MD/NIT-42(e)/2023-24 {2 nd Call}

SFDC Ltd. invites 02 (two) nos. e-tender for the work "(i) jetty in connection with construction of fish landing centre at Haripur, and (ii) jetty in connection with construction of fishing harbor at Namkhana"

Bid submission end date on 12/02/2024 up to 4.00 p.m.

Technical Bid opening date on 15/02/2024 at 4.00 p.m.

For details, please visit our website www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

ADDA ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.: ADDA/ASN/ED/N-68 & 69 of 2023-2024, Dated: 19.01.2024

The Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invites percentage rate e-Tender (Two Bid System in two Parts) in this Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for details visit our website: http://wbtenders.gov.in, www.addaonline.in or ADDA office, Asansol. Sd./- E.E. (Civil), ADDA, Asansol

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/441/23-24 Dated 17.1.2024	Construction of proposed 1st floor & Miscellaneous repairing of Purandar Smriti Mandir Pathagar.	Rs. 18,43,205.00

Bid Submission end date: 09.02.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/438/23-24 Dated 17.1.2024	Construction of Concrete Road from (A) Krishna Kali Bhander to H/O Subrata Basu at Naskarpara (B) H/O Sova Mullick to H/O Goutam Mondal at Ahutitala in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,30,325.00

Bid Submission end date: 05.02.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/437/23-24 Dated 17.1.2024	The Construction of Type-A Cover Drain Mkd. D116 in Ward No.-28 beside Halud Khet under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,64,821.00

Bid Submission end date: 05.02.2024 at 11-00 hrs.
For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার বেলগাছিয়া কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে ব্লক নং. এ, বি, ডি, ই, জি, এইচ, জে, কে, এল এবং এম-এর জন্য টাইপ II, ১১৮ ইউনিট কোয়ার্টারের স্টাফ টয়লেট, বাথরুম, রান্নাঘরের সম্পূর্ণ নবীকরণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,০৪,৮১,৯১৫.২৬ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ২,৫২,৪০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** বারো (১২) মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২০.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৪৫৬-২০২৪ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/439/23-24 Dated 17.1.2024	Construction of (A) Eucalyptus bullah piles work & Brick Pavement Road from H/O Biltu Datta to H/O Ashim Dutta at Manditala (B) Brick Pavement Road at Somodpur Loknath Mandir to Subhashpally Lockgate & (C) Bamboo Piling work & Brick Pavement Road Near H/O Shyam Das at Bhomickpark More in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,77,652.00
WBMAD/ULB/RSM/440/23-24 Dated 17.1.2024	Construction of Concrete Road at Somodpur Khalpar & Cross Drain at Bhowmick Park & Sarat Sarani in Ward No. - 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 8,88,240.00

Bid Submission end date: 05.02.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Shankarpur-I Gram Panchayat
Vill.+P.O.: Shankarpur, P.S.: Baruipur, Dist.: South 24 PGS., Pin-743610

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experiecned bidders for execution of different development works vide **NIT No.: 25, Memo No.: 30/SGP-I/23-24, Date: 18.01.2024. Scheme- 4 Nos., NIT No.: 26, Memo No.: 31/SGP-I/23-24, Date: 18.01.2024. Scheme- 6 Nos. NIT No.: 27, Memo No.: 32/SGP-I/23-24, Date: 18.01.2024. Scheme- 1 No. Fund: 5th SFC (Tied & Untied, 1st Installment 2023-2024),** Date of publish of Tender: **18.01.2024 from 05:30 PM.** Last Date of Submission: **31.01.2024 upto 02:00 PM.** Date of opening of Tender: **02.02.2024 at 02:00 PM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Shankarpur-I Gram Panchayat

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315

NIeT No. AIC/ PD/ EE/ NIeT-48/23-24 Dt. 19-01-2024
NIeT No. AIC/PD/EE/NIeT-36 (2nd Call)/ 23-24 Dt. 19-01-2024

E-tenders are invited by the Executive Engineer for Supply of Seed Processing Machinery at Gobindapur SKUS, Swarupnagar, North 24 PGS, District of West Bengal and Seed Cleaning cum Grading Machine. At any block level in any Districts of West Bengal from Bonafied Manufacturers/ Dealers/Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligibilty criteria.
Bid Documents will be available from https://wbtenders.gov.in

Last Date for Submission: 02/02/2024 at 16:30 hrs.

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 210 to 212/23-24 Dated. 19-01-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at North 24 PGS 'Dakshin Dinajpur, and Murshidabad. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **20-01-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **05-02-2024 & 09-02-2024 upto 3.00 pm** as per NIeT.

Date: 19.01.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Office of The
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat
Vill+Po-Srinarayanpur, PS-Dholahat, South 24 pgs

NOTICE INVITING TENDER

S.No	NIT NO	Tender Title	AMOUNT (Rs.
1.	39/5THFC UNTIED/SPGP/2023	CONSTRUCTIO N OF CONCRETE ROAD FROM THE H/O SUBHASH MANDAL TO H/O AMAL MANDAL AT SRI-NARAYANPUR	Rs126201.00
2.	40/5THFC UNTIED/SPGP/2023	CONSTRUCTIO N OF CONCRETE ROAD FROM NEAR H/O MOHAN MONDAL TO NEAR H/O SIDDHESWAR BAIDYA AT SRINARAYANPUR BOOTH NO 38	Rs109154.00

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

S.N.	Particulars	Date & Hours
1	Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time	20/01/2024 at 10:00 AM
2	Tender doc. Sales end & bid submission end date & time	02/02/2024 at 12:10 PM
3	Earnest money depositing end date & time	02/02/2024 at 12:10 PM
4	Bid opening date & time	06/02/2024 at 12:30 PM

Sd/-, Prodhan
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
162/GPW/WBFDC/2023-24	Hiring Charges of Vehicle for Cleaning & Removal of dried bushes and grasses at MTPS/DVC under Mejia URF Range.	20.01.2024	30.01.2024
163/GPW/WBFDC/2023-24	Supply of Good Soil & Dry Farmyard manure for use at MTPS/DVC under Mejia URF Range.		

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

অ্যাডমিন ইউনিট/ জোন ঃ শিয়ালদহ ডিভিশন–কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এসডিএএইচ-পার্সেল-২১। **অকশন শুরু (সব লটের জন্য) ঃ** ০৫.০২.২০২৪, সকাল ১০টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০৫.০২.২০২৪, সকাল ১০.৩০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশন জোন ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশনের মেয়াদ ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ইনিশিয়াল কুলিং অফ পিরিয়ড ঃ** ৩০ মিনিট। **পরবর্তী লটের ক্লোজিং ইন্টারভ্যাল ঃ** ১০ মিনিট। **সর্বোচ্চ অটো এক্সটেনশন ঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ** ১৭.০১.২০২৪, দুপুর ৩.১৪ মিনিট। **সিকোয়েন্স নং ঃ** এএ/১। **লট নং/ক্যাটিগরি ঃ** ১২৯৮৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এআইআই-২৪-২ (পার্সেল-এসএলআর)। **বিবরণ ঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। **রেট ইউনিট ঃ** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্স ফি। **ট্রিপ/দিন ঃ** ৭৩১। **বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০৫.০২.২০২৪, সকাল ১০.৩০টা। **ন্যূনতম ইনক্রিমেন্ট (%) ঃ** ০.২%। **ইএমডি (%) ঃ** ৫%। **লট স্টেটাস ঃ** আরপি পেন্ডিং।

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪

(SDAH-347/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২৮-২০২৩-২৪, তারিখ ০৫.০১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২৮-২০২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** "শিয়ালদহ ডিভিশনে ট্র্যাক নবীকরণ কাজ" সংক্রান্ত কাজে ২৫ কেভি ওএইচই বন্ডিং, আর্দিং এবং সহায়ক বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৭৫,৩৬,৭১৪ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৩৭,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ৩০.০১.২০২৪-এ দুপুর ৩টা। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

(SDAH-345/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING TENDER
NIJO BHUMI CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
(Regd.No.78/RTAH/BULK of 2022)
Tender No.02/Build. Construction/NBCHSL/2023-2024

Sealed tenders are invited for the G+XI Storied Residential building with 32 members flats, Community Hall & Covered Car Parking in printed Tender forms as specified for the Civil & Architectural, Sanitary & Plumbing, Electrical Works only of the Residential building at Premises no. 09-0729, Plot no. 2641, Action area IID, New town, Kolkata, from enlisted 1st class contractors having credential of constructing G+VIII & above storied residential building done satisfactorily at New Town within last three years. Tender papers will be issued from ABODE CONSULTANT, FE-7, Salt Lake, Kolkata- 106,between 12.00 noon to 4.00 p.m. (Except Holiday, Saturday & Sunday) on or before 08-02-2024. Cost of Tender Paper is Rs.-5000/- (Rupees Five thousand only) through NEFT/RTGS. Intending tenderers are required to produce UTR No. for NEFT/RTGS, Credential, PAN, partnership deed, Trade license, GST, all in original along with one set of self-attested photo copies. Bank NEFT/RTGS details : Nijo Bhumi Co-operative Housing Society Ltd, SBI A/C No.41363081629, IFSC Code:SBIN0007816. Contact No. 03323585187

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। ক্র. নং, **টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **(১) টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৩-২৪-২৪, তারিখ ১৮.০১.২০২৪।** খড়গপুর ডিভিসনের অধীনে কন্ট্যাক্ট ওয়্যার হাইটের উন্নয়নের জন্য সিঙ্ক মাস্ট প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,০৪,৮৪,৩৪৯.৪০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৫২,৪০০ টাকা। **(২) টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৩-২৪-২০আরটি, তারিখ ১৮.০১.২০২৪।** বাংরিপোষি সাইডিং-এ ব্যালাস্ট ডিপো সাইডিং-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,৮২,৩৫০.৬৮ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২১,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০৮.০২.২০২৪। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ১৮ মাস এবং ক্র. নং ২-এর জন্য ১২ মাস। **দাখিলের তারিখ ঃ** ০৮.০২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন।

(PR-1043)

সুপার কাপের ডার্বিতে বাগানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সেমি ফাইনালে পৌঁছে গেল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল ৩
(ক্লেটন ২, নন্দকুমার)
মোহনবাগান ১ (ইয়ুস্তে)

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবার কলকাতা ডার্বির রং লাল-হলুদ। শুক্রবার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সুপার কাপের সেমিফাইনালে চলে গেল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ১৫ মিনিট ছাড়া নিখুঁত ফুটবল উপহার দিলেন কার্লেস কুয়াদ্রাতের ছেলেরা। অন্য দিকে, প্রথম সারির সাত ফুটবলার না থাকার ফল টের পেল সবুজ-মেরুন। সব বিদেশি থাকা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গলকে টেক্কা দিতে পারল না তারা। অগস্টে ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্বের পর সেই প্রতিযোগিতারই ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে হেরেছিল ইস্টবেঙ্গল। আবার ডার্বিতে জিতল তারা। ইস্টবেঙ্গলের জয়ের নায়ক ক্লেটন সিলভা। জোড়া গোল করলেন তিনি। অপর গোলটি করেন নন্দকুমার। মোহনবাগানের গোলদাতা হেক্টর ইয়ুস্তে।

ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখাতে থাকে মোহনবাগান। দেখে মনেই হয়নি যে তাদের প্রথম দলের সাত ফুটবলার নেই। তিন মিনিটেই ইস্টবেঙ্গলের জালে বল জড়িয়ে দেন আর্মান্দো সাদিকু। কিন্তু অফসাইডের কারণে সেই গোল বাতিল হয়। সাদিকু তীব্র প্রতিবাদ জানালেও লাভ হয়নি। তবে হঠাৎই কিছুটা কুঁকড়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের ফুটবলারদের দেখে বেশ ভীত-সন্ত্রস্ত মনে হতে থাকে। সেই সুযোগের পূর্ণ ফায়দা তুলতে শুরু করে মোহনবাগান।

একের পর এক আক্রমণ আছড়ে পড়ছিল ইস্টবেঙ্গলের বক্সে। লাল-হলুদ ফুটবলারেরা তখন রক্ষণ সামলাতেই ব্যস্ত ছিলেন। সুযোগ সদ্ব্যবহার করে গোল করে দেয় মোহনবাগান। কর্নার তুলেছিলেন পেত্রাতোস। বাকি ফুটবলারদের থেকে কিছুটা এগিয়ে ডান পায়ের ফ্লিকে বল জালে জড়ান হেক্টর ইয়ুস্তে। সামনে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারেরা থাকলেও তারা বুঝতেই পারেননি।

গোল খেয়েই বদলে যায় ইস্টবেঙ্গল। পাল্টা আক্রমণ করতে থাকে তারা। গোল শোধ করতে মাত্র পাঁচ মিনিট নেয় তারা। বাঁ দিক থেকে থ্রো করেছিলেন নিশু কুমার। ইস্টবেঙ্গলের তিন ফুটবলারের সামনে তা পড়ে। জটলার মধ্যে থেকে বল কিছুটা টেনে নিয়ে গিয়ে বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের জোরালো শটে গোল করেন ক্লেটন। আগের দিনই তিনি বলেছিলেন ডার্বিতে গোল করতে মরিয়া। কথা রাখেন ক্লেটন।

গোল পেয়ে আরও আগ্রাসী হয়ে ওঠে ইস্টবেঙ্গলের খেলা। মোহনবাগানের মাঝমাঠ ক্রমশ ছন্নছাড়া। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না হুগো বুমোসকে। খারাপ খেলছিলেন গ্লেন মার্টিন্সও। না পারছিলেন বল ধরতে, না পারছিলেন পাস বাড়াতে। রক্ষণ না আক্রমণ কোনটা করবেন, সেটাও বুঝতে পারছিলেন না। তত ক্ষণে ম্যাচ অনেকটাই ইস্টবেঙ্গলের নিয়ন্ত্রণে।

প্রথমার্ধের কিছু ক্ষণ আগে একটা ভাল সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। হেড করার সুযোগ এসেছিল বুমোসের কাছে। তিনি পারেননি। তার পরেই পেনাল্টি পায় মোহনবাগান। রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে। ইস্টবেঙ্গল বক্সের দিকে বল নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন কিয়ান নাসিরি। তাঁকে আটকাতে গিয়ে পড়ে যান হিজাজি মাহের। কিয়ানের শট হিজাজির হাতে লাগে। ইচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু রেফারি পেনাল্টি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। হলুদ কার্ড দেখান হিজাজি এবং প্রতিবাদ করতে থাকা হাভিয়ের সিভেরিয়োকে।

পেনাল্টি থেকে পেত্রাতোসের শট জালে জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শটের আগেই বক্সের মধ্যে বুমোস ঢুকে পড়ায় রেফারি আবার পেনাল্টি মারার নির্দেশ দেন। হয়তো মনঃসংযোগ নড়ে যাওয়ার কারণেই দ্বিতীয় শট নষ্ট করেন পেত্রাতোস। জোরালো শট মেরেছিলেন প্রভসুখ নের ডান দিকে। বল পোস্টে লেগে ফেরত আসে। সেই বল হ্যামিলের পায়ে লেগে মাঠের বাইরে চলে যায়।

রিজওয়ানের পর আফ্রিদির লড়াই, ক্যাচ ফেলে ম্যাচ হারল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: বল হাতে একাই লড়াই করলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি, ব্যাট হাতে সেটাই করলেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেললেন যা পাকিস্তানের অধিনায়ক ও সহ,অধিনায়কই। এর বাইরে উল্লেখযোগ্য যা কিছু, তা ক্যাচ মিসের গল্প!

এক ড্যারিল মিচেলই ক্যাচ দিয়ে বেঁচেছেন দুইবার। যে মিচেল শেষ পর্যন্ত মাঠ ছেড়েছেন ম্যাচ জিতিয়ে। পাকিস্তানের তোলা ৫ উইকেটে ১৫৮ রান নিউজিল্যান্ড টপকে গেছে ৭ উইকেট আর ১১ বল হাতে রেখে। এ নিয়ে পাঁচ ম্যাচ সিরিজের প্রথম চারটিতেই জিতল কিউইরা।

প্রথম তিন ম্যাচে হেরে সিরিজ খোয়ানো পাকিস্তান আজই প্রথমবার আগে ব্যাট করতে নামে। তবে আগের ম্যাচগুলোর ধারাবাহিকতায় এবারও শুরুতেই আউট হন সাইম আইয়ুব (৬ বলে ১ রান)। এরপর বাবর আজমের সঙ্গে রিজওয়ানের জুটিতে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে পাকিস্তান।

টানা তিন ম্যাচে অর্ধশতক করা বাবর ১১ বলে ১৯ রান তুলে অ্যাডাম মিলনের শিকার হলে আবার খেই হারায় পাকিস্তান। মিডল অর্ডারের কেউই রিজওয়ানকে সঙ্গ দিতে পারেননি। একপ্রান্ত আগলে রেখে ডানহাতি এ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান অপরাজিত থাকেন ৯০ রানে। ৬৩ বল খেলা ইনিংসটিতে চার (৬টি) ও ছয় (২টি) থেকে আসে ৩৬ রান। বাকি ৫৬ রানই দৌড়ে নেন রিজওয়ান।

ব্যাটিংয়ে রিজওয়ান যেমন, তেমনই বোলিংয়ে একা লড়াই করেছেন আফ্রিদি। প্রথম ওভারের চতুর্থ বলেই ফিরিয়ে দেন আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান ফিন অ্যালেনকে। এক বল পর আউট টিম সাইফার্টও। পরের ওভারে আফ্রিদি উইল ইয়াংকেও তুলে নিলে নিউজিল্যান্ডের স্কোরকার্ড পরিণত হয় ২০ রানে ৩ উইকেটে।

প্রতিপক্ষকে এভাবে চাপে ফেলেও সুবিধা আদায় করতে পারেনি পাকিস্তান। উল্টো মিচেল যে সুযোগগুলো দিয়েছেন, সেগুলোই কাজে লাগাতে পারেননি ফিল্ডাররা। মিচেলকে ১৯ রানে মোহাম্মদ ওয়াসিম আর ৩৪ রানে সাহিবজাদা ফারহান 'নতুন জীবন' দেন। দুটিই বাঁহাতি স্পিনার মোহাম্মদ নেওয়াজের বলে। আরেক ব্যাটসম্যান গ্লেন ফিলিপস ৩৫ রানে থাকাবস্থায় তাঁর ক্যাচ নিতে পারেননি সাইম আইয়ুব।

শেষ পর্যন্ত এ দুজনই অবিচ্ছিন্ন ১৩৪ রানের জুটি গড়ে নিউজিল্যান্ডকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। বাউন্ডারিতে জয়সূচক রান তোলা মিচেল ৭ চার ও ২ ছয়ে ৪৪ বলে করেন ৭২ রান। ৫ চার ৩ ছয়ে ৫২ বলে ৭০ রান ফিলিপসের।

ম্যাচ শেষে হারের পেছনে ক্যাচ মিসের দায়ের কথা উঠে এসেছে পাকিস্তান অধিনায়ক আফ্রিদির মুখেও, 'এই পিচে ১৭০ রান যথেষ্ট মনে হয়েছে। আমরা যদি সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারতাম, ম্যাচটা জিততে পারতাম।'

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান ২০ ওভারে ১৫৮/৫ (আইয়ুব ১, রিজওয়ান ৯০*, বাবর ১৯, ফখর ৯, ফারহান ১, ইফতিখার ১০, নেওয়াজ ২১*; সাউদি ০/৩৬, হেনরি ২/২২, মিলনে ১/৪৯, ফার্গুসন ২/২৭, স্যান্টনার ০/২৩)।

নিউজিল্যান্ড ১৮.১ ওভারে ১৫৯/৩ (অ্যালেন ৮, সাইফার্ট ০, ইয়াং ৪, মিচেল ৭২*, ফিলিপস ৭০*; আফ্রিদি ৩/৩৪, জামান ০/৩০, রউফ ০/২৯, ওয়াসিম ০/২৪, নেওয়াজ ০/৪১)।

ফল নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী। ম্যাচসেরা ড্যারিল মিচেল।

ভোর ৩ টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত খেলে মেদভেদেভ দর্শকদের বললেন, 'আপনারা শক্তিশালী'

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'সত্যি বলছি, আমি হলে থাকতাম না।'

দানিল মেদভেদেভ ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন রড লেভার অ্যারেনার দর্শকদের। অবশ্য যে দর্শকেরা ভোর ৩টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত খেলা দেখতে থেকে গিয়েছিলেন, তাঁদের একটা ধন্যবাদ প্রাপ্যই!

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফিনল্যান্ডের এমিল রুসভুরির সঙ্গে ৪ ঘণ্টা ২৩ মিনিটের এক কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছে তৃতীয় বাছাই রাশিয়ার মেদভেদেভকে। প্রথম দুই সেটে পিছিয়ে থাকলেও মেদভেদেভ ঘুরে দাঁড়িয়েছেন দারুণভাবে, শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি জিতেছেন ৩-৬, ৬-৭ (১-৭), ৬-৪, ৭-৬ (৭-১), ৬-০ গেমে।

এমন ম্যাচ স্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর ক্যারিয়ারে, সেটি বলার পর মেদভেদেভ দর্শকদের বলেছেন, 'সত্যি বলছি, আমি হলে থাকতাম না।

থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমি যদি টেনিস সমর্থক হতাম, তাহলে একটার দিকেই বলতাম, তএবার ঘরে চলো, বাকিটা টেলিভিশনে দেখব। ৩০ মিনিট দেখে ঘুমাব।দ তাই ধন্যবাদ, আপনারা অনেক শক্তিশালী।'

এত দেরিতে খেলা শেষ হওয়া ঠেকাতে এবার টুর্নামেন্ট কমিটি বাড়তি এক দিনও যোগ করেছে। এখন পর্যন্ত এবারের আসরে মেদভেদেভদের ম্যাচটিই সবচেয়ে দেরিতে শেষ হলো। তবে টুর্নামেন্টের রেকর্ডে এটি ৩ নম্বরেই। গত বছর অ্যান্ডি মারে ও থানাসি কোক্কিনাকিসের ম্যাচটি শেষ হয়েছিল ভোর ৪টার পর। ভোর ৪টার পর, তবে তালিকায় সেটিও ২ নম্বরে। ২০০৮ সালে লেটন হিউট ও মার্কোস বাগদাতিসের ম্যাচ শেষ হয়েছিল ভোর ৪টা ৩৪ মিনিটে।

এ ম্যাচ মূলত শুরুই হয়েছে বেশ দেরিতে। মেদভেদেভদের অপেক্ষায় রেখেছিলেন আনা ব্লিনকোভা ও ইয়েলেনা রিবাকিনা তাঁদের রেকর্ড টাইব্রেকারের ম্যাচে। সে ম্যাচটি স্থায়ী হয় ২ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট।

এর আগে মেয়েদের ১ নম্বর ইগা সিওনতেক ও ছেলেদের দ্বিতীয় বাছাই কার্লোস আলকারাজও তাঁদের ম্যাচ খেলেছেন তিন ঘণ্টার বেশি সময় নিয়ে।

কখন খেলতে নামবেন, এ অপেক্ষা করাটা মোটেও সহজ নয়, সেটি আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন রুশ তারকা মেদভেদেভ, 'সবচেয়ে কঠিন ছিল টাইব্রেকটা। টেনিসে আপনি জানবেন না কখন খেতে হবে, কখন ওয়ার্মআপ করতে হবে। আমি আগেভাগে করে ফেলেছি, কারণ, মনে করেছিলাম (ব্লিনকোভাদের) ম্যাচটি দ্রুত শেষ হবে, টাইব্রেকটা দ্রুত শেষ হবে। ওয়ার্মআপ শুরু করে দিয়েছিলাম।'

এরপর মেদভেদেভ যোগ করেন, 'পাঁচ মিনিটের জন্য ওয়ার্মআপ, পাঁচ মিনিট বিশ্রাম। ফলে যখন কোর্টে নেমেছি, তার আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সহজ নয়। শুরুতে সে (রুসভুরি) বেশ ভালোভাবে প্রস্তুত ছিল। তবে নিজের শক্তিমত্তা ধরে রাখতে পেরে খুশি আমি।'

তৃতীয় রাউন্ডে কানাডার ফেলিক্স অঁজে-আলিয়াসিমের মুখোমুখি হবেন মেদভেদেভ।

এশিয়ান কাপ থেকে কার্যত বিদায়, এখনও 'শিখতে' চাইছেন সুনীলেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার কাছে লড়ে হার। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচে উজবেকিস্তানের কাছে কার্যত উড়ে গেল ভারত। তৃতীয় ম্যাচে জিতলেও পরের পর্বে যাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। ফলে এশিয়ান কাপ থেকে কার্যত বিদায় নিতে চলেছে ভারত। এখনও সুনীল ছেত্রী মনে করছেন, তাঁদের অনেক কিছু 'শেখার' রয়েছে। বিদায়ের মুখে কোচ ইগর স্তিমাচের মুখেও শেখার কথাই।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দল লড়লেও উজবেকিস্তান ভারতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তাদের অবস্থান কোথায়। গোটা ম্যাচে দাঁড়াতেই পারেননি সুনীলেরা। দু-একটি সুযোগ তৈরি করলেও কাজে লাগানো যায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে উজবেকিস্তান আরও বেশি গোল করলে ভারতের হার আরও লজ্জাজনক হত।

ম্যাচের পর তবু সুনীল বলেছেন, গত পাঁচ বছরে আমরা অনেক উন্নতি করেছি। কিন্তু এখনও অনেক কিছু শেখার রয়েছে। বিশেষত উজবেকিস্তানের মতো দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামলে। উজবেকিস্তান বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের বিরুদ্ধে খেলা মোটেই সহজ নয়।

এর মধ্যেই সুনীল এটা ভেবে খুশি যে ছেলেরা লড়াই করেছে। তিনি বলেছেন, প্রথমার্ধে আমরা বেশ কিছু ভুল করেছি যার জন্য পস্তাতে হয়েছে। এ বার ফিরে গিয়ে রিপ্লে দেখে বুঝতে হবে কোথায় আমাদের উন্নতি করতে হবে। সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আজ ওদের আনন্দ দিতে পারিনি। কিন্তু ছেলেদের পাশে থাকুন। আগামী দিনে ওরাই আপনাদের আনন্দের মুহূর্ত এনে দেবে।

কোচ স্তিমাচ বলেছেন, উজবেকিস্তান আমাদের থেকে অনেক নিখুঁত ফুটবল খেলেছে। কোনও ভুল করেনি। যা ভুল সেগুলো আমরাই করেছি। আমরাই ওদের গোলের সুযোগ করে দিয়েছি। এটাই পার্থক্য।

আইপিএলে এ বারও থাকছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, দু'মাস আগেই জানিয়ে দিল বোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: করোনার পর গত বছর ধুমধাম করে আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। গুজরাতের মোতেরা স্টেডিয়ামে সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অরিজিৎ সিংহ, তামান্না ভাটিয়া, রশ্মিকা মন্দনা পারফর্ম করেছিলেন। এ বারও চমকের ব্যবস্থা থাকছে।

বোর্ডের ওয়েবসাইটে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করতে যে সংস্থারা আগ্রহী তাদের আবেদন করতে বলা হয়েছে। ১ লক্ষ টাকার বিনিময়ে 'রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল' সংগ্রহ করা যাবে। সেটি জমা করতে হবে। যাদের প্রস্তাব যত ভাল হবে তারা দায়িত্ব পাবে। ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

শুধু ছেলেদের নয়, মেয়েদের আইপিএলেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থাকছে। যে সংস্থা দায়িত্ব পাবে তারাই দু'টি অনুষ্ঠান আয়োজন করবে। তবে কবে থেকে মেয়েদের বা ছেলেদের আইপিএল শুরু হবে তা এখনও জানানো হয়নি। আইপিএল চলার সময়ে লোকসভা নির্বাচন চলবে। তবে বোর্ডের ভাবনা দেশেই পুরো আইপিএল আয়োজন করার। সে ক্ষেত্রে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তারা।

করোনার সময় টানা তিন বছর আইপিএলে কোনও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখা যায়নি।

২০২০ সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে এই প্রতিযোগিতা হয়। ২০২১-এ প্রথমে ভারতে কিছুটা হওয়ার পর দ্বিতীয় ভাগ হয় আমিরশাহিতেই। ২০২২-এ ভারতের তিনটি মাঠে আয়োজিত হয় আইপিএল। গত বছর থেকে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ফরম্যাট ফেরে। একই সঙ্গে ফেরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রথাও।

স্বপ্নের অভিষেকে জোসেফের আরেক কীর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: শামার জোসেফের গল্পটা হয়তো এতক্ষণে জানা হয়ে গেছে আপনার।

অ্যাডিলেডে স্বপ্নের অভিষেক হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পেসারের। দল যদিও হেরেছে দুই দিনের একটু বেশি সময়ের মধ্যেই। তবে অভিষেকটা জোসেফের হয়েছে আজীবন মনে রাখার মতোই।

দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১.৪ ওভার বোলিং করেছেন, তাতে উইকেটের দেখা পাননি। তাঁর বাউন্সার সামলাতে গিয়ে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয়েছে উসমান খাজাকে।

অভিষেকে ৫ উইকেট নিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দশম বোলার হিসেবে। জোসেফ অবশ্য ব্যাটিংয়েও ছিলেন উজ্জ্বল। দুবারই নেমেছেন এগারো নম্বরে। প্রথম ইনিংসে তো ৩৬ রান করে ছিলেন দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোরার। দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনি করেন ১৫ রান।

এগারো নম্বরে জোসেফের ৫১ রানই এখন অভিষিক্ত কোনো ব্যাটসম্যানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এখানে জোসেফের ওপরে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশটন অ্যাগার। ২০১৩ সালে নটিংহামের ট্রেন্ট ব্রিজে অ্যাগার অভিষেক ইনিংসেই খেলেছিলেন ৯৮ রানের ইনিংস। পরের ইনিংসে ১৪ রান করেছিলেন, তবে সেবার তাঁকে পাঠানো হয়েছিল আট নম্বরে।

এগারো নম্বরে নেমে অভিষেক ম্যাচে ৫০ রান আছে আর একজনের; জিম্বাবুয়ের তিনাশে পানিয়াঙ্গারার। ২০০৪ সালে হারারেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৩২ রানে অপরাজিত ছিলেন সবার শেষে নেমে। দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিলেন ১৮ রান।

স্বাভাবিকভাবেই এগারো নম্বরে বোলারই নামবেন, আর তাঁদের মূল কাজ উইকেট নেওয়া। জোসেফ সেখানেই একটা জায়গায় ছাড়িয়ে গেছেন সবাইকে।

অভিষেক ম্যাচে কমপক্ষে ৫০ রান করার পাশাপাশি ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি জোসেফের আগে ছিল আরও ২৪ জনের। ইংল্যান্ডের জন লেভার তো ১৯৭৬ সালে দিল্লিতে এক ইনিংসে ব্যাটিং করেই ফিফটি করার সঙ্গে ম্যাচে নিয়েছিলেন ১০ উইকেট। তবে এ তালিকার কেউই অভিষেকে ১১ নম্বরে ব্যাটিং করে ৫০ রান করেননি। মানে অভিষেকে ১১ নম্বরে নেমে ৫০ রানের পাশাপাশি ৫ উইকেট;এই কীর্তিতে জোসেফই প্রথম।

পেলের সম্পত্তির ভাগ চান তাঁর আইনি পরামর্শক

নিজস্ব প্রতিনিধি: কিংবদন্তি মারা গেছেন এক বছর পার হয়েছে। এরই মধ্যে আদালতে আইনি লড়াই শুরু হয়েছে তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তি নিয়ে। যে লড়াইয়ে পেলের স্ত্রী মার্সিয়া আওকির মুখোমুখি হোসে ফরনোস পেপিতো নামের একজন। ভদ্রলোকের পরিচয়? ব্যবসার পাশাপাশি পেলে বেঁচে থাকতে প্রায় ৫০ বছর তাঁর আইনি পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করেছেন পেপিতো।

আদালতে দুই পক্ষের আইনি লড়াইয়ের বিষয়বস্তু জানিয়েছে ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'ফোলা দে সাও পাওলো'। ব্রাজিলের হয়ে তিনবার বিশ্বকাপজয়ী পেলে বেঁচে থাকতে একটি সিদ্ধান্ত জানিয়ে যান; তাঁর সম্পত্তি নিয়ে করা 'উইল' (ইচ্ছাপত্র) কার্যকর করার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবেন পেপিতো। গত বছরের জুনে সাও পাওলোর আদালতে পেপিতো অনুরোধ করেন, পেলের 'উইল' কার্যকর করার যে দায়িত্ব তিনি পেয়েছেন, সে জন্য কিংবদন্তির সম্পত্তি থেকে ৫ শতাংশ ভাগ যেন তাঁকে দেওয়া হয়।

কিন্তু পেলের স্ত্রী মার্সিয়ার আইনজীবী লুইজ কিগনেল পেপিতোর এ অনুরোধের বিপক্ষে অবস্থান নেন। তাঁর যুক্তি, পেপিতোকে কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়নি, 'এই (ইচ্ছাপত্র কার্যকর করা) দায়িত্ব পাওয়া ব্যক্তির প্রাথমিক ভূমিকা হলো, উত্তরাধিকারদের মধ্যে কোনো বিরোধ তৈরি হলে ইচ্ছাপত্রের পক্ষে অবস্থান নেওয়া। কিন্তু উত্তরাধিকারদের মধ্যে এ নিয়ে কোনো বিরোধ নেই।' কিন্তু পেপিতোর আইনজীবী যুক্তি দেন, পেলের মোট সম্পত্তির ৫ শতাংশ ভাগ চাওয়ার এই দাবি মেনে নেওয়া উচিত; কারণ, তাঁর 'সম্পত্তি নিয়ে প্রচুর জটিলতা আছে, অনেককেই এর ভাগ দিতে হবে'।

ব্রাজিলের আরেক সংবাদমাধ্যম 'ও গ্লোবো' এ বিষয়ে পেলের স্ত্রীকে উদ্ধৃত করে লিখেছে। দেশটির আরেকটি সংবাদমাধ্যম 'মেট্রোপোলস',এর বরাত দিয়ে তারা জানিয়েছে, মার্সিয়া বলেছেন, পেপিতো 'পেলের সম্পত্তি ব্যবহার করে' ধনী হতে চান। মার্সিয়াও বলেছেন, পেলের ইচ্ছাপত্র কার্যকর করার দায়িত্ব পেলেও পেপিতো এ বিষয়ে কোনো ভূমিকা রাখেননি। পেলের সম্পত্তিতে ভাগ চেয়ে পেপিতো 'দুঃসাহসের পরিচয়' দিয়েছেন বলেও মনে করেন মার্সিয়া। তবে তাঁর মতে, এই দাবি 'ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক'।

ও গ্লোবো জানিয়েছে, মৃত্যুর আগে পেলে যখন হাসপাতালে যাওয়া-আসার মধ্যে ছিলেন, তখন সংবাদমাধ্যমের চাপ সামলেছেন পেপিতো। গত বছরের জুনে সাও পাওলোর আদালতে তাঁর সম্পত্তির ভাগ চাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মার্সিয়া। সম্পত্তি নিয়ে পেলের ইচ্ছাপত্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সাও পাওলো আদালতের। 'মেট্রোপোলস' সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে এ নিয়ে মার্সিয়ার উদ্ধৃতিও প্রকাশ করেছে ও গ্লোবো, 'ইচ্ছাপত্র কার্যকর করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি (পেলের) সম্পত্তি ব্যবহার করে নিজেকে ধনী বানাতে চান।'

২০২২ সালের ডিসেম্বরে ফুটবল-সম্রাটের মৃত্যুর পর তারকাদের ধনসম্পত্তি নিয়ে কাজ করা সেলিব্রিটি নেট ওর্থ নামের একটি ওয়েব পোর্টাল জানিয়েছিল, পেলের মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১০ কোটি মার্কিন ডলার। এর বেশির ভাগই বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে আয় করা। একই তথ্য জানিয়েছিল স্প্যানিশ ক্রীড়া সংবাদমাধ্যম মার্কাও। তাদের খবরে বলা হয়, মৃত্যুর সময় ১০ কোটি ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ হাজার ৪৪ কোটি টাকা) সমমূল্যের সম্পদ রেখে গেছেন পেলে।

৫৬ বছর বয়সী মার্সিয়াকে ২০১৬ সালে বিয়ে করেন পেলে। দুজনের পরিচয় হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে। চিকিৎসার সরঞ্জাম আমদানি করে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করা মার্সিয়া পেলের তৃতীয় স্ত্রী। ২০২২ সালের ২৯ ডিসেম্বর ৮২ বছর বয়সে মারা যান পেলে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**